জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফলপ্রকাশ

৩৯ দিনের মাথায় প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল। আগামী ৩১ অক্টোবর দুপুর ১টা নাগাদ সংসদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে

ফের বৃষ্টি

জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টি। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত আজ সুস্পষ্ট নিম্নচাপ ও রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। সপ্তাহশেষে বৃষ্টি উত্তরে

দিল্লিতে হামলার ছক বানচাল গ্রেফতার দুই আইএস সদস্য

অভিষেকের নির্দেশে পরিযায়ীর মৃতদেহ নিয়ে নন্দীগ্রামে দেবাংশু

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৯ • ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ • ৭ কার্তিক ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 149 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 25 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। বালাসন নদীর উপর দুধিয়া সেতুটি হড়পা বানে ভেঙে পড়ে। ১৫ দিনের মধ্যে বিকল্প সেতু তৈরি হবে কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর শেষ হল সেতুর কাজ। চালু হবে সোমবার। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়া যাবে অস্থায়ী সেতু দিয়ে।

ধর্ষক পুলিশ, হাতে নোট লিখে সুইসাইড ডাক্তারের

ডাবল ইঞ্জিনে রক্ষকই ভক্ষক

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন মানেই কলঙ্ক। রক্ষকরাই সেখানে ভক্ষক। বিজেপির মহারাষ্ট্রে পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর পাঁচমাস ধরে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করেছেন! বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি, উল্টে তিন পুলিশকর্তার কাছে হয়রানির শিকার হয়ে শেষে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন মহিলা চিকিৎসক। সেই ঘটনাই তিনি মৃত্যুর আগে লিখে গিয়েছেন নিজের হাতের তালুতে। এত বড় ঘটনার পরও রাতদখলের কান্ডারিরা কোথায়? কই, বঙ্গ বিজেপির নেতাদেরও তো কোনও প্রতিবাদ নেই? দায় এড়াতে পারে না বিজেপির প্রশাসন। তাদের উদাসীনতাই জীবন কেড়ে নিল তরুণী চিকিৎসকের।

ওই চিকিৎসক নিজের বাঁ হাতের তালুতে সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছেন পুরো ঘটনার কথা। এ-প্রসঙ্গেই তৃণমূলের দাবি, নাগরিকদের রক্ষা করা পুলিশের নৈতিক কর্তব্য, কিন্তু রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে কীভাবে? এই মেয়েটি আগে অভিযোগ দায়ের করার পরেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? জবাব দিতে হবে মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারকে।

মহারাষ্ট্রের সাতারার একটি জেলা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ওই চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার রাতে ফালতানের (এরপর ১০ পাতায়)

হাতে লেখা সুইসাইড নোট। ডানদিকে অভিযুক্ত এসআই গোপাল বাদানে।

তদন্তে ভয়ঙ্কর তথ্য

- একাধিকবার পুলিশ সুপার ও ডেপুটি সুপারকেও চিঠি লিখেছেন, কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
- হাসপাতালে নিরাপত্তার অভাব নিয়েও সতর্ক করেছিলেন, তবু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।
- রোগী না থাকলেও কর্মকর্তারা তাঁকে ভুয়ো ময়নাতদন্ত বা ফিটনেস রিপোর্ট তৈরির চাপ দিতেন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মূর্তি কটেজ

ডুয়ার্সের ঘরানার এক ঘরানা
নামটা তার মূর্তি
অনেকের মাঝারে নব্য সাজে
আতিথেয়তায় ভর্তি।
কত কটেজ, কত জঙ্গল
কতশত কিচির-মিচির
বৃক্ষশাখার লতায় পাতায়
ইকির-মিকির-কিকির।
গাছের নামে কটেজ এর নাম
কালাং-গামার-লালি,
পপলার-কমলা-জলপিপি
আরো কত কথাকলি।
মৌবাজ-বাটাল-নাকাটা—
কনক-কার্তুজ-টুন,
কুসুম-ঝোবি-ফুলটুসি
আর ভ্রমরার গুনগুন।
জিরিয়া-চন্দনা-জারুল
চাঁপা আর তিতির
আবার আছে করচেবক-হব্বা
পাখির কিচির-মিকির।
বয়রা-চিকরাশি গাছের মাঝারে
পাপিয়া পাখির ডাক
মূর্তির চারিপাশ ঘিরে চলেছে
মূর্তি নদীর হাঁক-ডাক।

টেবল টেনিসের অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে বিশ্বসেরা

শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার মুকুটে যুক্ত হল আরও এক নতুন পালক। বিশ্ব টেবল টেনিসের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলাদের ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান অর্জন করলেন দুই বঙ্গকন্যা সিন্ড্রেলা দাস এবং দিব্যাংশী ভৌমিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিন্ড্রেলা এবং মুম্বইবাসী দিব্যাংশী জুটির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। একইসঙ্গে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনাও করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, সিন্ড্রেলা-দিব্যাংশী জুটি ৩৯১০ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছে। তাঁরা দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিনের জুটিকে (৩১৯৫ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থানে থাকা ফরাসি জুটিকে (৩১৭০ পয়েন্ট) পিছনে ফেলে দিয়েছেন। এই কৃতিত্বের পিছনে রয়েছে তাঁদের ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সাফল্য। সিন্ড্রেলা এবং দিব্যাংশী জুটি সম্প্রতি 'ডব্লুটিটি ইউথ স্টার কনটেন্ডার' এবং 'ডব্লুটিটি ইউথ কনটেন্ডার' টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, বার্লিন এবং লিমার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালেও (এরপর ১০ পাতায়)

গদ্দারের রক্ষাকবচ তুলে নিল হাইকোর্ট, ৪টি মামলার তদন্ত

প্রতিবেদন : জোর সে ধাক্কা ধীরে সে লাগি! কলকাতা হাইকোর্টে এবার ধাক্কা খেলেন গদ্দার অধিকারী। প্রত্যাহার করে নেওয়া হল রক্ষাকবচ। শুক্রবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ বিরোধী দলনেতার অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেয়। সেইসঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে চারটি মামলায় রাজ্য সরকার এবং সিবিআইকে পৃথকভাবে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এই রায়ের পরেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এতদিন তৃণমূল বা রাজ্য সরকার যে-কথা বলে এসেছে, এদিনের রায় তাকেই মান্যতা দিল।

২০২২-এ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রথম রক্ষাকবচ দেন গদ্দারকে। পরে তা বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্টও। ফলে গত চার বছর ধরে বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের বা তদন্ত প্রায় স্থগিত ছিল। হাইকোর্টের রায়ে সেই বাধা কেটে গেল। এখন রাজ্য চাইলে গদ্দারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে। এদিনের রায়ে গদ্দারের সুরক্ষা খারিজ হয়ে গেল। এদিন বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ (এরপর ১০ পাতায়)

অন্ধ্রে বাসে আগুন, মৃত ২৫

মর্মান্তিক! ভোররাতে বাইকের সঙ্গে যাত্রী-বোঝাই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ২৫ জন। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্নাটেকুরের কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, একাধিক দেহ সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যাওয়ায় শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিক খুন

যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে দিনেদুপুরে কুপিয়ে খুন সাংবাদিককে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রয়াগরাজে বছর ৫৪-র লক্ষ্মীনারায়ণ সিং ওরফে পাপ্পুকে একাধিকবার ছুরির কোপে খুন করে দুষ্কৃতীরা। পাপ্পু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিভিল লাইনস এলাকার একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেইসময় চড়াও হয় দুর্বৃত্তরা।

হাসপাতাল সুরক্ষা নিয়ে আজ বৈঠকে মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : রাজ্যের সব হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আজ, শনিবার নবান্নে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে থাকবেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম-সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা, সব সিএমওএইচ, সব হাসপাতালের সুপার, পুলিশের শীর্ষ কর্তারা, সব জেলাশাসক ও পুলিশ সুপাররা। ডিজি রাজীব কুমার, কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সব দফতরের সচিবরাও থাকবেন এই বৈঠকে। আরজি করের ঘটনার পর হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমূল বদলে ফেলা হয়েছে। তারপরেও সম্প্রতি কিছু অভিযোগ উঠেছে। ফলে এই বৈঠকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে মহকুমা স্তরের হাসপাতাল পর্যন্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। কোথায় কী কী ধরনের খামতি রয়েছে তা যাচাই করে দেখা হবে। (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৮১
পাবলো পিকাসো
(১৮৮১-১৯৭০)

এদিন স্পেনের ম্যালেগাতে জন্মগ্রহণ করেন। গোয়ের্নিকা, উত্তর স্পেনের শহরতলি। তখন স্পেনের গৃহযুদ্ধ চলছে। জার্মানবাহিনী বোমা ফেলল ছোট্ট শহরটির ওপর। চারদিকে ধ্বংসের ছবি। আর ধ্বংসের সেই ভয়াবহ চেহারা নিয়ে নিজের স্টুডিওয় ছবি আঁকা শুরু করলেন পিকাসো। শোনা যায়, ছবির কাজ চলার সময় আচমকাই স্টুডিওতে হানা দেয় জার্মানরা। ছবি দেখিয়ে তারা প্রশ্ন করে, কে করেছে? উত্তরও ছিটকে আসে, তোমরা। 'গোয়ের্নিকা' প্রদর্শিত হয় ১৯৩৭ সালে, প্যারিসে 'ওয়ার্ল্ড ফেয়ার'-এ। ছবির বেশির ভাগ জুড়েই সাদাকালো রঙের আধিক্য। চারদিকে ধ্বংসচিত্র, মানুষ চিৎকার করছে, এক মা আলো নিয়ে এগিয়ে আসছেন, কিউবিস্ট ধাঁচ দেখা যায় ছবি জুড়ে। এটা তৈরির আগে ছবির মধ্যের বিভিন্ন এক্সপ্রেশনগুলোকে নিয়ে প্রায় দু'শোর মতো স্কেচ করেছিলেন পিকাসো। পিকাসো তো শুধু ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন না, একজন ভাস্কর হিসেবে, সেরামিক আর্টিস্ট এবং মুরালিস্ট হিসেবেও আমরা তাঁকে চিনেছি। আর্টের বিভিন্ন ধরনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর ড্রইংয়ের জোর। সঙ্গে নিখুঁত অবজার্ভেশন। অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে জীবনের শেষদিন অবধি শিল্পচর্চা করে গিয়েছেন।

১৯০২ অখিলবন্ধু নিয়োগী ওরফে স্বপনবুড়োর (১৯০২-১৯৯৩) জন্মদিন। খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক। গড়ে তুলেছিলেন সব পেয়েছির আসর। ১৯৫২-তে। আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সমিতির আমন্ত্রণে। ভিয়েনা সফর। তাঁর লেখা 'সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে' বইতেই প্রথম নেতাজির স্ত্রী-কন্যার কথা জানা যায়। বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছিলেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত', 'বাবুইবাসা', 'বোর্ডিং', 'ধনি্য ছেলে' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তৈরি শ্রীনিকেতনের ওপর তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য তিনিই লিখেছিলেন।

১৯৩৪ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (১৯১৩-১৯৩৪) ও রামকৃষ্ণ রায় (১৯১২-১৯৩৪) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান। গেয়েছিলেন। দু'জনেরই মেদিনীপুরে জন্ম। দু'জনেই অগ্নিযুগের বিপ্লবী। মেদিনীপুরের ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। ফাঁসি দেওয়া হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে।

১৮৯১ কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৪৯) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা হিন্দু স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে স্বরাজ্য পার্টির সদস্য হন। সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ছিলেন। মন্ত্রী হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়

১৯৭৫
কবিশেখর কালিদাস রায়
(১৮৮৯-১৯৭৫) এদিন প্রয়াত হন। তাঁর কাব্যের মধ্যে সহজ সরল আন্তরিকতার সুর পাওয়া যায়। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছিলেন কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, একান্ত সহৃদয় ও শিক্ষাদানের সঙ্গে ছাত্রদের চিত্তগঠনে তৎপর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। বিশ্বভারতী দেয় দেশিকোত্তম। রবীন্দ্রভারতী ডি লিট উপাধি দেয়। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার।

১৯২৯ অনিল চট্টোপাধ্যায় (১৯২৯-১৯৯৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এমন একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা যিনি সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ এবং ঋত্বিক ঘটকের মতো খ্যাতনামা বাঙালি পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের স্কুলবেলার পড়াশোনা দিল্লিতে। সিনিয়র কেমব্রিজে উত্তর ভারতের মধ্যে প্রথম। পরে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অর্থনীতির অনার্স। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবি, 'যোগবিয়োগ'। কোনও এক আর্টিস্ট অনুপস্থিত। পরিচালকের মুশকিল আসান হয়ে সেই প্রথম ক্যামেরার সামনে অনিল চট্টোপাধ্যায়। উল্টোদিকে ছবি বিশ্বাস, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। তাতে কী! ওঁর অভিনয় দেখে থ় মেরে গিয়েছিলেন ছবি বিশ্বাস। আনমনা হয়ে ভুল করে ফেলেছিলেন।

কর্মসূচি

■ বাদু যুবগোষ্ঠীর তরফে বারাসত পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের কমিশনার ডাঃ বিবর্তন সাহার উদ্যোগে একটি হুইলচেয়ারের পাশাপাশি হল বস্ত্রদান।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৬

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. একগুঁয়ে, জেদি ৪. যথাসময় ৬. ক্রীড়নক, পুতুল ৭. কালযাপন করা ৯. বিষ্ণু, নারায়ণ ১২. কথাবার্তা ১৩. সোনার গুটিকা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত কণ্ঠহার ১৪. অন্ধকার।

উপর-নিচ : ১. অত্যন্ত অলস ২. জিহ্বা ৩. ঋণের সুদস্বরূপ জমির ফসল দিতে হয় এমন ৫. লতা ৮. অর্থ, বিত্ত ১০. জাহাজের ক্যাপ্টেন ১১. বাইরের ১২. জ্বলন্ত অঙ্গার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৫ : পাশাপাশি : ১. ব্যাপাদন ৩. প্রতীকী ৫. রফা ৭. কলাপ ৮. ক্ষমার্হ ১০. আসছে ১২. লেপচা ১৪. সভা ১৭. উজলা ১৮. তেরাত্তির। **উপর-নিচ :** ১. ব্যাপার ২. নগ্নক ৩. প্রতিপক্ষ ৪. কীর্তি ৬. ফান্টুস ৯. মান্দাস ১১. ছেলেবেলা ১৩. চাইতে ১৫. ভাশুর ১৬. দউ।

২৪ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫০২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.০৩	৮৭.৩২
ইউরো	১০৪.২৩	১০১.৬০
পাউন্ড	১১৯.৪৬	১১৬.৩৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানি

■ অঙ্কুশ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিয়ে নির্ধারিত হয়েছে প্রেমিকার। তার আগে বৃহস্পতিবার প্রেমিকার বাড়িতে লুকিয়ে দেখা করতে গিয়ে প্রেমিকার বাবা ও দাদার হাতে আক্রান্ত শ্রীরামপুরের যুবক। নাম বৈদ্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারশহর
25 October, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

সোনালি বিবিকে ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রের আদালত অবমাননা, নিন্দা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : গত ২৬ সেপ্টেম্বর, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ ছ'জনকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিএসএফ। এই নিয়ে মামলা হওয়ায় উচ্চ আদালত পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, ওঁরা ভারতীয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ওঁদের দেশে ফেরাতে হবে কেন্দ্রের সরকারকে। সেই সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ। তার পরেও দিল্লির কর্তারা নির্বিকার। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে ফেরত আনার দায়িত্ব দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও মানবিক তৎপরতা দেখায়নি। এখনও তারা প্রকাশ্যে আদালত অবমাননা করে চলেছে।

শুধুমাত্র বাংলা বলা এবং বাঙালি হওয়ার অপরাধে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে লাগাতার নিগ্রহ চলছে। এনিয়ে তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে— বিজেপি ক্ষমতায় থাকা মানে কি আদালতের আদেশ অমান্য করার ছাড়পত্র পাওয়া? নারী ও শিশুর যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করার অধিকার পাওয়া? সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রতিশোধের খেলায় পুতুলের মতো ব্যবহার করার অধিকার পাওয়া? সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক পুনর্বাসন বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংসদীয় দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। যতক্ষণ না প্রতিটি নির্যাতিত মানুষ নিরাপদে দেশে ফিরে আসেন, ততক্ষণ আইন অনুসারে, রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে এই লড়াই চলবে। ২০২৬-এ বাংলার মানুষই ওদের যোগ্য জবাব দেবে। এই ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন মন্ত্রী শশী পাঁজাও। তিনি বলেন, ফিরিয়ে আনার সময়সীমা শেষ পর্বে এখনও নীরব, নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র। নাগরিকের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ বিজেপি সরকারের এই অমানবিক আচরণ লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। গর্ভবতী এক নারীর সঙ্গে এমন ব্যবহার মানবাধিকারের পরিপন্থী।

ডিসেম্বর থেকে ফের শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয়

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে ফের 'সেবাশ্রয় ক্যাম্প' শুরু করতে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও শুরু হল। জানা গিয়েছে পয়লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এই ক্যাম্প। মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রে পয়লা ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্প চলবে। মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে ৮ ডিসেম্বর থেকে চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।। বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রে ১৫ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্প চলবে। সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২২ ২৩ এবং ২৬ ও ৩০ ডিসেম্বর ক্যাম্প চালু থাকবে। বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্যাম্প চালবে। ফলতা বিধানসভায় ক্যাম্প চলবে ৯ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্যাম্প চলবে বলে জানানো হয়েছে।

অভিষেকের শোকবার্তা

প্রতিবেদন : জামালপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মিঠু রক্ষিতের অকাল প্রয়াণে শোকবার্তা জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লেখেন জামালপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী মিঠু রক্ষিতের অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকতপ্ত। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাঁর পরিবার পরিজন-সহ শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

৩১ অক্টোবর উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ

প্রতিবেদন: পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩৯ দিনের মাথায় প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল। আগামী ৩১ অক্টোবর দুপুর ১টা নাগাদ সংসদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে। শুক্রবার এমনটাই জানান, সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। মোট প্রাপ্ত নম্বর, বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর, বিষয়ভিত্তিক পার্সেন্টেইল জানা যাবে। এবারেই প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। গত ২২ সেপ্টেম্বর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। দ্বাদশের দ্বিতীয় অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার হবে ফেব্রুয়ারিতে। দ্বাদশ শ্রেণির ২টি সেমিস্টারের নম্বর যোগ করে মূল রেজাল্ট প্রকাশিত হবে।

■ উত্তর কলকাতা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী মহাজাতি সদনে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, কাউন্সিল স্বপন সমাদ্দার প্রমুখ।

লবণগোলা ঘাটে হবে ছট পুজো, জানালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : ছটপুজোর আগে শুক্রবার উত্তর হাওড়ার একাধিক গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করলেন হাওড়া জেলা(সদর) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা প্রশাসন ও পুরসভার আধিকারিকরা। লবণগোলা ঘাট পরিদর্শন করে এই ঘাটে কোথায় কেমন ব্যারিকেড হবে, পুণ্যার্থীরা কোন দিক দিয়ে ঘাটে যাবেন-আসবেন সেই বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি। এই লবণগোলা ঘাটটি রেলের অধীনে থাকলেও বহু বছর ধরে এখানে ছটপুজো করে আসছেন অগণিত পুণ্যার্থী। রেলের তরফে এই ঘাটটি আবাসন তৈরির জন্য সম্প্রতি লিজ দেওয়ায় সেখানে ছটপুজো করা নিয়ে পুণ্যার্থীদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়। এদিন বিধায়ক জানান, অন্যান্যবারের মতো এখানে এবারও ছটপুজো হবে।

পুলিশের উপর হামলা, ধৃত ৩

সংবাদদাতা, ভাঙড় : পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার তিন। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানার দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে সিঁড়ি তৈরি করাকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয় দুই পক্ষের মধ্যে। সেই অশান্তি থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন এক পুলিশ কনস্টেবল। কামড়ে তাঁর হাতের মাংস তুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকার বাসিন্দা অভিযুক্তরা। আজ তাদের বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

বাড়িতে ডেকে প্রেমিককে মার তরুণীর পরিবারের

সংবাদদাতা, হুগলি : প্রেমিকার ডাকে গভীর রাতে তাঁর বাড়ি গিয়ে আক্রান্ত যুবক। তরুণীর পরিবারের হাতে মার খেয়ে চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ। গুরুতর আঘাত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক। ক্ষোভে প্রেমিকার বাবার দোকানে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও পাল্টা অভিযোগ ওই তরুণীর পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীরামপুরে। ঘটনায় এতটাই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় যে র‍্যাফ মোতায়েন করতে হয়েছে। প্রভাসনগর চাকলাপাড়ার বাসিন্দা বৈদ্যরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৫) সঙ্গে ঘোড়ামারা মল্লিপাড়ার এক তরুণীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই তরুণীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। গত বুধবার গভীর রাতে তরুণীর ডাকে তাঁর বাড়িতে যান যুবক। তরুণীর পরিবার যুবক ও তরুণীকে একসঙ্গে দেখে ফেলে। তখনই প্রেমিকার বাবা-দাদা ও মা মিলে বৈদ্যরাজকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। শাবলের আঘাতে যুবকের চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। যুবকের দিদি বলেন, তরুণীর সঙ্গে ভাইয়ের দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয় অন্য জায়গায়। তা জানতে পেরে ভাই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু মেয়েটি বলতে থাকে ও ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। বারবার ফোন করে বাড়িতে যাওয়ার কথা বলত। ভাই গেলে ওকে বেধড়ক মারধর করেছে মেয়েটির বাবা-মা-দাদা। উত্তেজিত জনতা তরুণীর দাদাকে পাকড়াও করে মারধর করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শ্রীরামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ তরুণীর দাদাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।

খালে উদ্ধার সদ্যোজাতর দেহ

সংবাদদাতা, বসিরহাট : মৃত সদ্যোজাত শিশুপুত্রের দেহ উদ্ধার খাল থেকে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার কাঠপোল এলাকায়। খালের জলে একটি সদ্যোজাত শিশুপুত্রের দেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেয় হিঙ্গলগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। দেহটি কারা ফেলেছে সেই বিষয়ে তদন্ত করছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। শিশুটির পরিচয় জানার জন্য খোঁজখবর নিচ্ছে পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজের খোঁজ চলছে। যেকোনওভাবেই হোক এটা কাদের কীর্তি তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মিঠুনকে পাল্টা তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ফের মিথ্যাচার শুরু করেছেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। যার নিজের নামেই অভিযোগের পাহাড়, তিনি আবার বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলছেন! তাই বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে সাফ হওয়া মিঠুনকে তোপ দেগেছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের বলেন, মিঠুন চক্রবর্তী মিথ্যাচার করছেন, কুৎসা রটাচ্ছেন। আজকেই মহারাষ্ট্রে বিজেপি সরকারের পুলিশের ধর্ষণে নাজেহাল হয়ে সরকারি হাসপাতালের একজন তরুণী চিকিৎসক সুইসাইড করেছেন! মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও তো একাধিক অভিযোগ। একাধিক চিটফান্ড থেকে উপকৃত হয়েছেন! পরিবেশ রক্ষার নিয়ম মানা হয়নি বলে তাঁর রিসর্ট ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রিকগনিশন ছিল না বলে তাঁর স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধেও তো নারী নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। কখনও নকশাল, কখনও সিপিএম, তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভায়, তারপর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এখন আবার বিজেপিতে দলবদলু মিঠুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

25 October, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছলচাতুরী

মহারাষ্ট্রে যে ঘটনা ঘটেছে তা এককথায় ন্যক্কারজনক এবং নজিরবিহীন। একজন সরকারি ডাক্তারকে ক্ষমতা দেখিয়ে ভুয়ো ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য করা হত। তার সঙ্গে ছিল ধর্ষণ এবং মানসিক অত্যাচার। পুলিশকর্তাদের বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। শেষে আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নেওয়া। এই ঘটনা প্রমাণ করছে বিজেপি রাজ্যের পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায়। যাঁরা এই সুযোগে বাংলার উদাহরণ টানেন, তাঁরা জেনে রাখুন, এই ধরনের একটিও ঘটনা বাংলায় ঘটুক তা চায় না রাজ্য সরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু জায়গায় ঘটছে। দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। খুঁজে বের করা হচ্ছে আসল অপরাধীকে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র, ডাবল ইঞ্জিন রাজ্য বা বিজেপি রাজ্যগুলিতে ঘটনা ঘটে যায় কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ে না। আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় অভিযুক্ত বলে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের এনকাউন্টার করে দেওয়া হচ্ছে। এটাও যে অপরাধ ঢাকা দেওয়ার অন্যতম পথ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন হল, বাংলায় কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটলেই রাতজাগা পার্টিরা মোমবাতি কিংবা পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু রাজ্যের বাইরে কোনও ঘটনা ঘটলে একটি মন্তব্যও করেন না। অর্থাৎ বিষয় বাছাই করে তাঁরা মন্তব্য করবেন যাতে তাঁদের লাভ-লোকসান লেখা আছে। এই ছলচাতুরী এবার বন্ধ হোক।

বঙ্গ-বিজেপির বেজায় মুশকিল!

ধর্ষণের পর মুসলিম জিহাদি ধর্ষক খোঁজা, মন্দির বা মূর্তি আক্রান্ত হলে মুসলিম জিহাদি মোল্লা খোঁজা এবং গুপ্তচরবৃত্তির খবর হলে মুসলিম জিহাদি গুপ্তচর খোঁজা যাদের কাজ তারা আজকাল এই বাংলায় এখন বেজায় মুশকিলে। পশ্চিমবঙ্গে গত একবছরে বারোটি ধর্ষণের মামলায় দোষীদের ফাঁসির সাজা হয়েছে, তার মধ্যে নটি মামলায় অপরাধী হিন্দু আর তিনটি মামলায় অপরাধী মুসলিম! পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে দুটি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেছে, দুটিই ঘটিয়েছে দুই হিন্দু যথাক্রমে প্রসেনজিৎ ঘোষ ও নারায়ণ হালদার। পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে পাক গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছেন দুজন হিন্দু, মেমারি থেকে মুকেশকুমার রজক ও রাকেশ গুপ্ত। তাই নিজেদের ফেলা থুতু নিজেরা চেটে পরিষ্কার করতে চাইলে যে কোনও অপরাধে অপরাধীকে খোঁজার চেষ্টা করুন, অপরাধীর জাতি ধর্মকে নয়। ও শুভেন্দুবাবু শুনছেন— গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত সাজা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অসাধারণ দক্ষতার জেরে। এরমধ্যে নয়টি মামলায় দোষী ব্যক্তিদের ফাঁসির সাজা হয়েছে, তিনটিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আসুন দোষীদের নামগুলো একবার দেখে নিই— (১) ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, মাটিগাড়া ধর্ষণ ও খুন কাণ্ড। ফাঁসির সাজা... মহম্মদ আব্বাস (২) ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, কলকাতার তিলজলায় ধর্ষণ ও খুন কাণ্ড। ফাঁসির সাজা... অশোক সাউ। (৩)৬ ডিসেম্বর ২০২৪, কুলতলি, জয়নগর ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা... মুস্তিকিন সর্দার। (৪) ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪, ফারাক্কা ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা...দীনবন্ধু হালদার, যাবজ্জীবন ...শুভজিৎ হালদার। (৫) ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, গুড়াপ ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা... অশোক সিং (৬) ২০ জানুয়ারি, ২০২৫, আরজি কর ধর্ষণকাণ্ড। যাবজ্জীবন হাজতবাসের সাজা... সঞ্জয় রাই। (৭) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, বড়তলা ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা... রাজীব ঘোষ। (৮) ১০ জুন, ২০২৫, ধূপগুড়ি ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা... হরিপদ রায়। (৯) ১০ জুলাই, ২০২৫, জলপাইগুড়ি ধর্ষণকাণ্ড। রহমান, জাহিরুল এবং তামিরুল। (১০) ৬ আগস্ট ২০২৫, পশ্চিম বর্ধমান ধর্ষণকাণ্ড। ফাঁসির সাজা... তপন বিশ্বাস। (১১) ২৭ আগস্ট, ২০২৫, নিউটাউন ধর্ষণকাণ্ড। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা... সৌমিত্র রায়। (১২) ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মালদা ধর্ষণকাণ্ড। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা... শামিম আখতার। গত একবছরে বারোটি ধর্ষণের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তার মধ্যে চারটি ঘটনায় মুসলিমরা দোষী আর আটটি ঘটনায় হিন্দুরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাই দয়া করে যদি বিবেক বা মনুষ্যত্ব বলে কোনও কিছু আপনার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তাহলে দয়া করে আর আগুন নিয়ে খেলবেন না। — **শ্রীপর্ণা রায়, কাউন্সিলর, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

একটি ব্যর্থ পরিকল্পনা, ফেকু ফেকু কান্না দীর্ঘশ্বাসের গুনগুন, হতাশার আলপনা

রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করা থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর প্রয়াস, সবেতেই মরিয়া বিজেপি ব্যর্থ হচ্ছে বারবার। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

কী খারাপ দিনটাই না গেল বিজেপির! প্ল্যান কষাই ছিল। ৬ পার্সেন্ট সাকসেস এসেও গিয়েছিল। রাজ্যব্যাপী সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। 'হিন্দু খতরে মে' আওয়াজ তুলে দাঙ্গা বাধানোর জন্য সবাই তৈরি। গেরুয়া পার্টির অফিসে দীপাবলি-উত্তর দীপ প্রজ্বলন উৎসবময় আবহ। ৬০ মিনিট ধরে কুমন চর্চার আসরে তৃপ্তির ঢেকুর। কিন্তু সব্বনাশ করে ছাড়ল এ-রাজ্যের দুষ্টু পুলিশ। সেই আরজিকর কাণ্ড থেকে এদের চেনা হয়ে গিয়েছে। যত নষ্টের মূলে ওরা। সেবার এমন দুষ্কৃতীকে অপরাধী সাব্যস্ত করল যে সিবিআই তার বাইরে আর কারও কোনও খোঁজ পেল না! ১৫০ গ্রাম বীর্য তত্ত্বের প্রচারক হাসির খোরাক হয়ে গেলেন। স্টুডিওতে স্টুডিওতে মিডিয়া ট্রায়াল এক্কেবারে জলে গেল। সেটিং তত্ত্বের বারুদ মাখিয়েও তাতে আগুন জ্বালানো গেল না। মানুষ বিশ্বাস করল না।

দুর্গাপুরেও তাই। বিপ্লবী বুলি। পড়শী রাজ্যের বিজেপি সরকারের তর্জন গর্জন। পশ্চিমবঙ্গের বদনামের যাবতীয় চেষ্টা দারুণ সফল। কিন্তু, ওই, মোটে কয়েকদিনের জন্য। কারণ, সেখানেও মিডিয়া ট্রায়াল মুখ থুবড়ে পড়ল। গণধর্ষণ যে নয়, তা আগেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিল পুলিশ। বিজেপি ধরনা মঞ্চ সাজিয়ে প্রতিবাদের নাটক নামাল। মানবে না তারা পুলিশের কথা। এবার ফরেন্সিক পরীক্ষায় নির্যাতিতার পোশাকে সহপাঠীর যৌনরসের নমুনা পাওয়া গেল। ব্যাস! বিজেপির লাগাতার ৬ দিনের ধরনা মঞ্চ ফ্লপ। দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর 'গণধর্ষণের' অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জোড়া ফুল-বিরোধীরা। রামরেডের দল।

প্রথম দিন সিটি সেন্টারে ধরনা শুভেন্দু অধিকারী শুরু করলেও বিজেপির প্রথম সারির নেতারা আসেননি। শেষ করার কথাও ছিল শুভেন্দুর। কিন্তু শেষ দিনে তিনিও আর পা মাড়াননি ধরনা মঞ্চে। সিপিএমের মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় মিছিল করলেও তার আগেই এই ঘটনা আসলে কী তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ওটা গণধর্ষণ নয়। নির্যাতিতা ছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে সহপাঠী হস্টেল থেকে নিয়ে যায় এবং কলেজের পিছনের বনাঞ্চলে সেখানে সে ছাত্রীকে 'ধর্ষণ' করে। অভিযুক্ত বাকিরা তখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। তারা বাধা দেওয়ায় সহপাঠী মেয়েটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তরা মেয়েটিকে চড়-চাপড় মারে। মোবাইল কেড়ে নেয়। টাকা-পয়সা দাবি করে। সহপাঠী ফিরে আসবে এই আশায় অনেকক্ষণ আটকে রাখা হয় ছাত্রীকে। অনেকক্ষণ বাদেও ছেলেটি ফিরে না আসায় তারা মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়। সহপাঠী পালিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু, মেয়েটি দীর্ঘ সময় না আসায় সে তখন আবার ওই জঙ্গলে যায় এবং মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে হস্টেলে প্রবেশ করে। ওই সহপাঠী ব্যতীত অন্য ওই চার অভিযুক্তই ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমনটাই বলছে পুলিশ। পুলিশি জেরায় ওই পাঁচ অভিযুক্ত নাকি বলেছে, ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছেলে-মেয়েরা প্রচণ্ড অসভ্যতামি, নোংরামি করে। সন্ধ্যার পর নিয়ম করে বহু পড়ুয়া ক্যাম্পাসের পিছনের জঙ্গলে যায় শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হতে। এদের কাছ থেকেই চুরি, ছিনতাই কিংবা ব্ল্যাকমেইল করে টাকা আদায় করে এই পাঁচ অভিযুক্ত-সহ বেশ কয়েকজন। মুখে এক গাল মাছি মমতা-বিরোধীদের।

নির্যাতিতার বাবা বললেন, 'সোনার বাংলা সোনার হয়ে থাকুক। আমরা ওড়িশা চলে যাচ্ছি। আর ফিরে আসব না।' বাজারি পত্রিকা সেই বক্তব্যকে হেডলাইন করে খবর করল। কিন্তু শেষমেশ সব সত্যি ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়তে অসহায় বাবা বললেন, 'মমতাদিদি আমার মায়ের মতো, ওঁকে কোটি কোটি প্রণাম। যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনও ভুল কথা বলে থাকি... আপনার ছেলের মতো, আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমার মেয়েকে ন্যায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন।' বাজারি পত্রিকা এই বক্তব্যকে অনুল্লেখিত অমুদ্রিত না রাখলেও সেটিকে যথোচিত গুরুত্ব দিল না। আর লাল গেরুয়া হাতের কথা এই প্রসঙ্গে যত কম বলা যায়, ততই ভাল।

একটার পর একটা প্রোজেক্ট ফেল করে যাচ্ছে দেখে ধর্ম নিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা হল। কালী পুজোকে নিয়ে নোংরা ঘৃণ্য খেলা চলল। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হল কাকদ্বীপে। কাকদ্বীপের সূর্যনগরে একটি মন্দিরের কালীমূর্তি ভাঙা হল। মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিক্ষোভ-পথ অবরোধ । রাস্তা অবরোধমুক্ত করতে পুলিশকে মৃদু লাঠিচার্জ করতে হল। শেষ পর্যন্ত অশান্তি থামাতে ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভাঙা কালী মূর্তি। এবং আসরে অবতীর্ণ বিজেপি। শমীক ভট্টাচার্য এক্স হ্যান্ডলে লিখে বসলেন, অতীতের দিলীপ এবং বর্তমানের শুভেন্দুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার বাসনায়, 'দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্যনগর গ্রামপঞ্চায়েতের নস্করপাড়ায় মা কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় গোটা এলাকা ক্ষোভে ফুঁসছে। ভোরবেলায় গ্রামের মানুষ দেখে, মা কালীর প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে মন্দিরে বছরের পর বছর গ্রামের মানুষ পূজা দিয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে, সেই মন্দির আজ অপবিত্র হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। ...আরও লজ্জাজনক হল প্রশাসনের ভূমিকা। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রথমেই মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যেন অপরাধী ধরার থেকে অপরাধ ঢাকা দেওয়াই তাদের প্রধান কাজ। মানুষের প্রতিবাদের মুখে অবশেষে মন্দির খুলতে বাধ্য হয় প্রশাসন। এখনও পর্যন্ত একটিও গ্রেফতার হয়নি। এই নীরবতা কি কাকতালীয়, নাকি তৃণমূল সরকারের নীরব প্রশ্রয়? প্রশ্ন তুলছে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ...হিন্দু মন্দিরে আঘাত হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙা হচ্ছে, অথচ সরকার চুপ। এই রাজ্যে কি হিন্দুদের অনুভূতির কোনও মূল্য নেই? অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করা হোক। সঙ্গে প্রশাসনিক গাফিলতির তদন্ত হোক। ...তৃণমূল কংগ্রেস যতই ঢেকে রাখতে চাক, মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে — এই রাজ্যে হিন্দু নিরাপদ নয়, কারণ সরকার চোখ বুজে আছে। শুভেন্দু অধিকারী পিছিয়ে থাকবেন কেন? তিনি বলেন, 'হিন্দুস্তানে কেন এই জিনিস হবে?' অর্থাৎ হিন্দুস্তানে হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ ভাঙা হবে কেন? শেষে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হল। দেখা গেল, হিন্দুস্তানে হিন্দু দেবীর বিগ্রহ ভেঙেছে সনাতনী হিন্দুরাই। দাঙ্গা বাধানোর জমি তৈরি করতে। অভিযুক্ত নারায়ণ হালদারকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে তার অপরাধ স্বীকার করে এবং তার কাজের জন্য ক্ষমা চায়। ঘটনার সময় সে মদ্যপ ছিল বলে জানা যায়।

যেসব টুনটুনি সোনাটুনিরা 'মা কালী কেন প্রিজন ভ্যানে' বলে ফেসবুকে ও রাস্তার বুকে বিপ্লবীপনা দেখাচ্ছিল, তাদেরকেও পুলিশ 'ক্রোনোলজি' বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে গ্রামবাসীরা মূর্তি বিসর্জন করে পুলিশে অভিযোগের বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে কয়েকজন সেখানে ঢুকে পড়েন। মূর্তি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। অ্যাম্বুল্যান্স-সহ গাড়ি আটকে পড়ে। অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। এরপর ইট ছোঁড়া শুরু হয়। তখন প্রতিমাটিকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা করতেই কাছে থাকা পুলিশের ভ্যানে তোলা হয়েছিল।

পরিশেষে তিনটি জিজ্ঞাসা। এক, হিন্দু মূর্তি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাঙছে বলে রটনা করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেশ ভাগের পর থেকে স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্য। বিজেপি এখানে আসরে নামার আগে অবধি মন্দির-মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটেনি। কেন? দুই, ভোট কাছে আসলেই এরকম রটনার দৌরাত্ম্য বাড়ে কেন? তিন, হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙার পিছনে বারবার সব জেলাতেই হিন্দুরাই দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে। তখন আর গেরুয়া অভিযোগ ধোপে টিকছে না। কেন? চার, হিন্দু ধর্মে এত্ত বড় 'আঘাতে'র ঘটনা ঘটে গেল। পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজকে তর্জনী তুলতে কিংবা গর্জন করতে আর দেখা যাচ্ছে না কেন? এই চারটি প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে ষড়যন্ত্রের গেম প্ল্যান।

সাধু সাবধান!

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জের। যুবককে হাঁসুয়ার কোপ। জখম যুবক হাসপাতালে। গ্রেফতার অভিযুক্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী রোডের ঘটকপুকুরের ঘটনা

সুভাষ সরোবরে বৃক্ষশুমার শুরু করছে কেএমডিএ

প্রতিবেদন : রবীন্দ্র সরোবরের জীববৈচিত্র্যের পরিসংখ্যান ইতিমধ্যেই রয়েছে। এবার সেই একই পথে হাঁটতে চলেছে পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর। কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ) এই প্রথমবার সুভাষ সরোবরে বৃক্ষশুমার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রায় ৯৮ একর বিস্তৃত এই অঞ্চলে একটি ৪০ একরের বিশাল জলাশয় এবং সংলগ্ন জলাভূমি রয়েছে। কেএমডিএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, রবীন্দ্র সরোবরের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের একটি আনুমানিক হিসাব আমাদের কাছে থাকলেও সুভাষ সরোবরের ক্ষেত্রে এমন কোনও সমীক্ষা এর আগে হয়নি। তাই আমরা বেলেঘাটার এই জলাশয়টিতে গাছের গণনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সঙ্গে একটি বৈঠক করা হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে নামাঙ্কিত এই কৃত্রিম হ্রদটি প্রাতঃভ্রমণকারী, দৌড়বিদ এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এলাকাটি সবুজে ঘেরা এবং এখানে নানা প্রজাতির উদ্ভিদের সমাহার দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এই চত্বরে একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, একটি সুইমিং পুল এবং কেএমডিএ-র প্রশাসনিক ভবনও রয়েছে, যেটির বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে। অ্যাংলার্স সোসাইটির তত্ত্বাবধানে এই সরোবরে মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে, তবে একটি নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে। শর্ত একটাই—মাছ ধরার পর সেটিকে পুনরায় জলেই ছেড়ে দিতে হয়।

তুলনামূলকভাবে, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় রবীন্দ্র সরোবরে ৭,৯০০টি গাছ গণন করা হয়েছিল। সেখানকার জলজ ও অর্ধ-জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ২৫টি পরিবারের অন্তর্গত মোট ৩৫টি প্রজাতি পাওয়া গেছে। এছাড়া স্থলভাগের উদ্ভিদের মধ্যে ৩৯৩ প্রজাতির গুপ্তবীজী, ৩ প্রজাতির ব্যক্তবীজী এবং ২ প্রজাতির টেরিডোফাইট উদ্ভিদ রয়েছে। কেএমডিএ আশা করছে, সুভাষ সরোবরের সমীক্ষাতেও এইরকমই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সন্ধান মিলবে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবর—উভয় জলাশয়ই জাতীয় পরিবেশ আদালতের কড়া নজরে রয়েছে। পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করতে এই দুটি স্থানেই ছটপুজো পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পরিবেশ আদালত। যদিও ২০১৮ সালে, সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই হাজার হাজার পুণ্যার্থী উভয় হ্রদেই ছটপুজোর রীতিনীতি পালন করেছিলেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

হাইকোর্টের রায় বিপাকে অর্জুন

প্রতিবেদন : এবার অস্বস্তিতে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। হাইকোর্টের তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়া হল শুক্রবার। সম্প্রতি নেপাল ইস্যুতে উসকানিমূলক মন্তব্য করায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ১০টি এফআইআর রুজু হয়। তা খারিজের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন অর্জুন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ৬১টি মামলা খারিজের আবেদনও খারিজ করে দেন বিচারপতি। আদালত জানিয়েছে, অর্জুনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে। ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার মুরলীধর শর্মার অধীনে সিট এই মামলার তদন্ত করবে। তবে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারবেন তিনি। গত ২৬ মার্চ রাতে, জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছিল। জখম হন এক যুবক। আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'বার অর্জুন সিংকে তলব করে। তিনি হাজিরা দেননি। ভাটপাড়ার মজদুর ভবনে গিয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশকর্তারা। জিজ্ঞাসাবাদের পরই ব্যক্তিগত কাজে অর্জুন সিং ভিনরাজ্যে চলে যান।

■ **মহেশতলা পুরসভার কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং-এর উদ্যোগে ছটপুজোর সামগ্রী বিতরণ। ছিলেন বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা-সহ বিশিষ্টরা। ২০০ জনের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।**

ভোটার তালিকা : পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধা

প্রতিবেদন : পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় বড় স্বস্তি মিলল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর শুরু হলে আর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে নাম তুলতে হবে না পরিযায়ী শ্রমিকদের। নিজেদের কর্মস্থল থেকেই অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন তাঁরা। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হলে ভিন্ন রাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকেরা অনলাইনে এনুমেরেশন ফর্ম পূরণ করতে পারবেন বা জমা দিতে পারবেন। এর জন্য সেই রাজ্যগুলিতেই স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। রাজ্য সিইও দফতর জানিয়েছে, প্রথমবারের মতো এই বিশেষ অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। পরিযায়ী শ্রমিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রবিবারও খোলা থাকবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।

কারখানায় মিলল যুবকের দেহ

প্রতিবেদন : নরেন্দ্রপুরে একটি কারখানার শৌচালয় থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত যুবকের নাম কবির হোসেন মোল্লা (৩০)। মৃতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করছে নিছক দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিতভাবে খুন করা হতে পারে যুবককে। কবির ওই সংস্থার কর্মী ছিলেন। ২২ অক্টোবর দুপুরের পর থেকে তাঁর কোনও খোঁজ ছিল না। পরের দিন পরিবারের সদস্যরা সংস্থার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিলে কর্তৃপক্ষ কোনও সুস্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি। কোম্পানির অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারে 'আউট' মার্ক করা হয়নি, ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ সংস্থার কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জেলে বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হুগলি : খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত দোষী ছিলেন মানিক লাল বলে এক ব্যক্তি। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এরপর ফের সিআইডির হাতে গ্রেফতার হন তিনি। এবার সেই মানিকলালেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল জেলে বন্দি থাকা অবস্থাতেই।

হুগলি চণ্ডীতলা কাপাসারিয়া দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন শেখ মানিক লাল(৪৫)। প্রতিবেশী শেখ কবির(৪৫) নামে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হন ২০১৬ সালে ২০১৯ সালে তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দেয় শ্রীরামপুর আদালত। ২০২৪ সালে হুগলি জেল থেকে ২০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। এরপর ১২ জুলাই তার সংশোধনাগারে ফেরার কথা থাকলেও তিনি ফেরেননি। ১৩ জুলাই হুগলি জেল সুপার এর কাছ থেকে ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ পায় চণ্ডীতলা থানা। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্ট সিআইডিকে তদন্তভার দেয়। সিআইডি মানিক লালকে আবার গ্রেফতার করে। তারপর থেকে হুগলি জেলেই বন্দি ছিলেন তিনি। শুক্রবার জেলের ভেতর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে কারারক্ষীরা। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়।

ফের দুর্যোগ, ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা

প্রতিবেদন : কালীপুজো দেওয়ালি এবং ভাইফোঁটা নির্বিঘ্নে কাটলেও জগদ্ধাত্রী পুজোতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মূলত, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত ইতিমধ্যেই নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। শনিবার সুস্পষ্ট তা নিম্নচাপ এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে। যদি ঘূর্ণিঝড় আসে তবে তার নাম হবে মন্থা। থাইল্যান্ডের দেওয়া এই নামের অর্থ 'সুগন্ধি ফুল' বা 'অলংকৃত ফুল'। যদিও এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের উপর।

অভিমুখের একান্তই পরিবর্তন না হলে বাংলায় তেমন কোনও প্রভাবই পড়বে না। তবে ঘূর্ণাবর্তের জেরে যে বৃষ্টিপাত শুরু হবে তার জন্য মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এদিকে, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে সপ্তাহশেষে বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার— এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সরলেই শুষ্ক আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় আবহাওয়ার পরিবর্তন। ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় নিরাপত্তা সংস্থাকে শোকজ

সংবাদদাতা, হাওড়া : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের মহিলা চিকিৎসককে নিগ্রহের ঘটনায় হাসপাতালের সিকিউরিটি এজেন্সিকে শোকজ। তিনদিনের মধ্যে উত্তর তলব করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই সিকিউরিটি এজেন্সির কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তারক্ষীরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ধৃত তিনজনকে এদিন উলুবেড়িয়া কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সনৎ কুমার ঘোষ এবং ভারপ্রাপ্ত ভাইস প্রিন্সিপাল তথা মেডিক্যাল সুপার সুবীর মজুমদার জানান, কর্মবিরতির জেরে হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত হয়নি। ডাক্তাররা ওপিডি ও জরুরি বিভাগে রোগী দেখেছেন।

এসএসকেএম-কাণ্ডে রিপোর্ট তলব স্বাস্থ্য দফতরের

প্রতিবেদন : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা রোগীর যৌন হেনস্থার ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল স্বাস্থ্যভবন। দিনেদুপুরে ট্রমা কেয়ারের ভিতরে অভিযুক্ত কীভাবে ঢুকল? কীভাবেই বা ঘটল ওই ঘটনা? পুরো ঘটনার সত্যতা কী? সবটা জানতে এসএসকেএমের এমএসভিপির কাছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এদিকে, এসএসকেএম হাসপাতালের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের ধারা যোগ করল পুলিশ। ইতিমধ্যেই পকসো আইনে মামলা করা

হয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। রয়েছে পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণার ধারাও। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার নির্যাতিতা নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ও নাবালিকার মেডিক্যাল পরীক্ষাও করানো হচ্ছে। পাশাপাশি, বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার জন্য বিশেষ পকসো আদালত বন্ধ থাকায় ধৃত অমিত মল্লিককে আলিপুর আদালতে পেশ করে একদিনের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। শুক্রবার বিকেলে তাকে আলিপুরের বিশেষ পকসো আদালতে পেশ করেন তদন্তকারীরা। বিচারকের নির্দেশে রুদ্ধদ্বার শুনানিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক তদন্তমূলক পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয় পুলিশের তরফে। বিচারক অভিযুক্ত অমিত মল্লিককে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে মা ও দাদুর সঙ্গে এসএসকেএমে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল বছর ১৫-র নাবালিকা। অভিযুক্ত চিকিৎসকের কোট পরে নিজেকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দাবি করে ভুলিয়েভালিয়ে ট্রমা কেয়ার বিভাগের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নির্যাতন চালায়। অভিযোগ পেয়ে সেদিন রাতের মধ্যেই ধাপা এলাকা থেকে অভিযুক্ত গ্রুপ-ডি কর্মী অমিত মল্লিককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

৬
২৫ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

রাজ্য

25 October, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সামনেই ছটপুজো। বাড়ি ফিরছেন কলকাতাবাসী বিহারিরা। শিয়ালদহ স্টেশনে টিকিটের দীর্ঘ লাইন। ভিড় সামাল দিতে অস্থায়ী কাউন্টার খুলল পূর্ব রেল

রেলে চাকরির টোপ দিয়ে কোটি টাকা আত্মসাৎ, পলাতক বিজেপি-ঘনিষ্ঠ

হুগলি

সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিস খুলে সেখানে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের চিঠির ফটোকপি, একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন। তারপর সাধারণ মানুষকে রেলে চাকরি দেওয়ার নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করায় অভিযুক্ত এক বিজেপি নেতা। প্রতারিতদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিসে অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। তবে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ওই বিজেপি-ঘনিষ্ঠ নেতা পলাতক। তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। অভিযুক্তের নাম পরিমল মণ্ডল। হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দমোটর এলাকার ঘটনা। প্রতারিতরা শুক্রবার সকালে ওই সংস্থার দফতরের হাজির হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশে। তার পরই ওই চক্রের পর্দাফাঁস হয়। জানা গিয়েছে প্রতারিতদের মধ্যে বেশিরভাগই গ্রামের বাসিন্দা। কিছু ভিনরাজ্যের লোকেও রয়েছেন এই দলে। তাঁদের অভিযোগ, চাকরির টোপ দিয়ে এই চক্র কয়েকশো কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। এর নেপথ্যে বড় কোনও মাথা আছে, এমনই ধারণা তদন্তকারীদের।

শুক্রবার সকালে হিন্দমোটরের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অফিসের সামনে জড়ো হন বহু মানুষ। তাঁরা টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অশান্তি বাড়তে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। জানা যায়, অফিসে ই-শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে ওই কাজ করা হয়। নিজেদের কাজকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অফিসে পরিমলের সঙ্গে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছবি টাঙানো ছিল। ছিল প্রধানমন্ত্রীর দফতর-সহ নানা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সই করা চিঠিও। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারেন রেলে চাকরির প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাঁরা।

এইসব ছবি দেখিয়েই প্রতারণার জাল ছড়িয়েছিল অভিযুক্ত পরিমল মণ্ডল।

রেলের যন্ত্রাংশ পাচার রুখে দিল হাওড়া পুলিশ

সংবাদদাতা, হাওড়া : ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ছিনতাই গিয়েছিল ৪৪ লক্ষ টাকার রেলের যন্ত্রাংশ বোঝাই একটি লরি। সেই চুরি হয়ে যাওয়া লরি উদ্ধার করল হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ। গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম মোহিত সিং, আন্দুলের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোররাতে বাগনান থানা এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক (মুম্বই রোড) থেকে ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলের যন্ত্রাংশ বোঝাই একটি লরি ছিনতাই হয়ে যায়। লরির মালিক শান্তনু রায় তৎক্ষণাৎ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং বেশ কিছু সূত্র মারফত খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে আন্দুল থেকে মোহিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জেরা করে এদিন চুরি যাওয়া লরি এবং তার মধ্যে থাকা রেলের যন্ত্রাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে আরও একজনের নাম উঠে এসেছে। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। তদন্তকারী অফিসারেরা জানান, লরিটির রং ও নাম্বার প্লেট বদলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে লরিটিকে উদ্ধার করে তার মধ্যে থাকা সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সরকারি স্টোরে ওষুধের মেয়াদ ও গুণমান যাচাইয়ের নির্দেশ

প্রতিবেদন : মধ্যপ্রদেশের কাফ সিরাপ-কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্টোরের ওষুধের মেয়াদ ও গুণগত মান যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সব মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা উপাধ্যক্ষ এবং সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাতদিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে ওষুধের 'এক্সপায়ারি ডেট' ও মান নিয়ন্ত্রণের রিপোর্ট সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে জেলা ও স্বাস্থ্য জেলা মিলিয়ে ২৭টি ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ স্টোর (ডিআরএস) রয়েছে, যেখান থেকে জেলা হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওষুধ পাঠানো হয়। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ ও ডাক্তারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব স্টোর এবং সাব-স্টোর রয়েছে। এই সব জায়গার মজুত ওষুধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ খতিয়ে দেখতে এবং রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সচিব।

ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনে চালু হবে হেল্পডেস্ক

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলাকালীন রাজ্য জুড়ে হেল্পডেস্ক চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। প্রতিটি জেলাভিত্তিক হেল্পডেস্ক গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি ইআরও (সাবডিভিশনাল অফিসার) এবং এইআরও (বিডিও) দফতরে হেল্পডেস্ক খোলা হবে। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন ভোটারদের আবেদন, আপত্তি ও সংশোধন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং প্রয়োজনীয় দিশা দিতে এই হেল্পডেস্কগুলি সক্রিয় থাকবে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী : বাড়ছে পুজোর দিন

সংবাদদাতা, চন্দননগর : ২৭ অক্টোবর ষষ্ঠী থেকে শুরু হচ্ছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী আরাধনা। ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা। চন্দননগর, মানকুণ্ডু এবং ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে গত বছর চন্দননগর কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে পুজোর সংখ্যা ছিল ১৭৭। এবছর আরও ৩টি বারোয়ারি সংযোজন হয়ে পুজোর সংখ্যা ১৮০। চন্দননগর থানা এলাকায় রয়েছে ১৩৩টি এবং ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায় রয়েছে ৪৭টি পুজো। এর মধ্যে জয়ন্তী বর্ষের পুজো রয়েছে ১০টি এবং প্রাক জয়ন্তী বর্ষের পুজো রয়েছে ১১টি। শোভাযাত্রায় প্রতি বছরের মতো এবছরও থাকছে চমক। এবছর মোট ৭০টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে শোভাযাত্রায়। লরির সংখ্যা থাকছে ২৪৫টি। চন্দননগর থানা এলাকার ৫৬টি পুজো কমিটি এবং ভদ্রেশ্বর থানা এলাকার ১৪টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করবে শোভাযাত্রায়। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন হবে রানি ঘাট-সহ চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের ১৪টি গঙ্গার ঘাটে। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, চন্দননগরের ঐতিহ্য মেনে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে বক্স বাজানো যাবে না। প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি পুজো কমিটি প্রতিমার গাড়িতে অগ্নিনির্বাপণ সিলিন্ডার রাখবে বাধ্যতামূলকভাবে। প্রত্যেকটি পুজো কমিটি মণ্ডপের ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা রাখবে। দূষণ রুখতে সীসামুক্ত রং ব্যবহার করতে হবে প্রতিমায়। ডেঙ্গি প্রতিরোধ করতে পাশে কোনওরকম নোংরা আবর্জনা ফেলা যাবে না। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কোনও আতশবাজি পোড়ানো যাবে না। শোভাযাত্রায় যেসমস্ত গাড়ি অংশ নেয় সেই গাড়ির চালকের সামনে আগে ইলেকট্রিক বোর্ড থাকত। যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকত। এবার চালকের সামনে ফাঁকা রাখতে হবে। শুক্রবার চন্দননগর সেন্ট্রাল পুজো কমিটির সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান নিমাইচন্দ্র দাস, সভাপতি শ্যামলকুমার ঘোষ, সম্পাদক শুভজিৎ সাউ, যুগ্ম সম্পাদক অমিত পাল ও দেবব্রত বিশ্বাস, কার্যকরী সভাপতি জয়দীপ ভট্টাচার্য, ওমপ্রকাশ চৌধুরী, মানব দাস-সহ অন্যরা।

পার্ক স্ট্রিটে হোটেলের ঘরের বক্স খাটের ভেতরে মিলল যুবকের দেহ

প্রতিবেদন : পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে মিলল যুবকের দেহ। রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের এক হোটেলের ৩০২ নং রুমে শুক্রবার সকালে নতুন বোর্ডার আসতেই বক্সখাটের মধ্যে থেকে বেরল পিকনিক গার্ডেনের যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। খবর পেয়ে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ গিয়ে সেই দেহ উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, রুমের মধ্যেই খুন করা হয়েছে আনুমানিক বছর ২৫-এর ওই যুবককে। ইতিমধ্যেই খুনের তদন্ত নেমেছেন লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। পুলিশ ও হোটেল সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল। গত বুধবার বিকেল ৫টা নাগাদ বিশ্রাম করার নামে পিকনিক গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক-সহ তিনজন কিছুক্ষণের জন্য রুম ভাড়া নেন। কিছুক্ষণ পর একজন বেরিয়ে যান। রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ ফিরে আসেন। তারপরই টাকাপয়সা মিটিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান দুই যুবক। কিন্তু মৃত যুবককে আর বেরতে দেখা যায়নি। এদিন সকালে নতুন বোর্ডার এসে রুম খুলতেই পচা গন্ধ পাওয়া যায়। হোটেলের কর্মীরা খোঁজাখুঁজি করতেই বক্সখাটের মধ্যে সেই যুবকের দেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। দেহে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত দুই যুবককে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে হোটেলের রেজিস্টারও।

বাবার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে আলোই ভরসা সুশ্বেতার

সংবাদদাতা, চন্দননগর : ভারতের দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক দিক এবং শিল্পকলার ফুটে উঠবে আলোর মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য ভাবনা। চন্দননগরের প্রয়াত বিশিষ্ট আলোক শিল্পী বাবু পালের কন্যা সুশ্বেতা পাল বাবার স্মৃতিকে জিইয়ে রাখছেন আলোকসজ্জার মধ্যে দিয়েই। আলোর রেখা দিয়েই নির্মিত হচ্ছে মা জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রা।

এই বছরের থিম— ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আলো। দক্ষিণ ভারতের নৃত্য ও মন্দির শিল্প, পশ্চিম ভারতের রাজস্থানি সংস্কৃতি, আর পূর্ব ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য— যেমন হাওড়া ব্রিজ, হলুদ ট্যাক্সি ও পুরনো শহর কলকাতার আবহ— সব মিলিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হবে এই আলোকসজ্জার মাধ্যমে।

নতুন সৃষ্টিতে মগ্ন চন্দননগরের আলোকশিল্পী সুশ্বেতা পাল।

সুশ্বেতা পাল জানান, আমার বাবার স্মৃতি ধরে রাখা আমার কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। চন্দননগরের আলো আজ সারা বিশ্বের কাছে এক পরিচিত নাম। তাই বাবার দেখানো পথেই আমি এবার ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার আলোকে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন আলোকশিল্পী দিনরাত পরিশ্রম করে এই বিশাল ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন। তাঁদের নিপুণ হাতে তৈরি হচ্ছে এমন এক আলোকসজ্জা, যা শুধু চন্দননগরের ঐতিহ্য নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবকেও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

25 October, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ফ্যানের দোকানে বিধ্বংসী আগুন। দমকলের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। শুক্রবার মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা

জেলা পরিষদের উদ্যোগে বানিয়া নদী পেল নয়া সেতু, উপকৃত হবেন ১০ হাজার মানুষ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জেলা পরিষদের উদ্যোগ প্রত্যন্ত এলাকায় বানিয়া নদীর ওপর তৈরি হয়েছে সেতু। শুক্রবার সেতুর সূচনা হল। উপকৃত হবেন প্রায় ১০ হাজার মানুষ। এই গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের আগে হাট-বাজার, হাসপাতাল, স্কুল, জেলা সদর এবং অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য পাঁচ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হত। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে, জেলা পরিষদ কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সাতালিতে বানিয়া নদীর উপর প্রায় ৫৭,৫৫,২৫৯ টাকা ব্যয়ে একটি ১২ মিটার দীর্ঘ, ৩ মিটার প্রশস্ত সেতু নির্মাণ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ১০,৭৭,৭০৭ টাকা ব্যয়ে একটি সংযোগ সড়কও নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে। শুক্রবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এবং অন্যান্য জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব সেতুটি উদ্বোধন করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৫৭ লক্ষ টাকা অর্থায়নে নির্মিত এই সেতুটি এবং পঞ্চম অর্থ কমিশনের ১০ লক্ষ টাকা অর্থায়নে নির্মিত এই সংযোগ সড়কটি কেবল নিকটবর্তী গ্রামগুলিকেই নয়, বরং আশপাশের এলাকার প্রায় ২০,০০০ মানুষ যাঁরা নিয়মিত সাতালি ও মেন্দাবাড়িতে যাতায়াত করেন তাঁদেরও উপকার করবে। স্থানীয়দের আশা, নতুন সেতুটি প্রতিদিনের যাতায়াত যেমন সহজ করবে, তেমনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও বৃদ্ধি করবে। এটি এই অঞ্চলের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন।

বৈধ ভোটারকে অবৈধ বলা যাবে না: সতর্কবার্তা চন্দ্রিমার

■ কর্মী সম্মেলনে বক্তা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার, মালদহে।

সংবাদদাতা, মালদহ : পায়ের তলায় মাটি হারিয়েছে বিজেপি। বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছে পদ্ম শিবিরের নোংরা রাজনীতি। এসব থেকে নজর ঘোরাতেই এবার ভোটার নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে। বৈধ ভোটারকে অবৈধ করতে এসআইআর করছে। এসব করে কোনও লাভ হবে না। বৈধ ভোটারকে অবৈধ করা যাবে না। এই বলেই বিজেপিকে তোপ দাগলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার মালদহ টাউন হলে আয়োজিত জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে তিনি বলেন, কোনও বৈধ ভোটারকে অবৈধ বলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। গণতন্ত্রে মানুষের ভোটাধিকারই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পাশাপাশি এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রতিভা সিং, চৈতালি সরকার, আবদুর রহিম বক্সি, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি, কার্তিক ঘোষ, প্রসেনজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ হালদার প্রমুখ। সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বক্তারা। অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা-সব ক্ষেত্রেই বঞ্চিত করা হচ্ছে বাংলা ও বাংলার মানুষকে। বিজেপির 'বঞ্চনার রাজনীতি'-র প্রতিবাদে এদিন একবাক্যে সরব হন মহিলা তৃণমূল নেত্রীরা। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, মহিলারা আজ রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। কেন্দ্র যতই বাধা দিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা লড়ব মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য।

ছটপুজো উপলক্ষে দল ও প্রশাসনের একাধিক উদ্যোগ

কোচবিহারে ঘাট পরিদর্শন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের বিভিন্ন ঘাটেও ছটপুজো ঘিরে শুরু হয়েছে উন্মাদনা। কোচবিহারের তোর্সা নদীর পাড়ে ছটপুজোর আয়োজন

■ তোর্সা নদীর ঘাট পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

হয়েছে এবছরও। ছটপুজো এগিয়ে আসতেই শুক্রবার কোচবিহারের ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শন করলেন পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শুক্রবার দুপুর নাগাদ কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ছাড়াও অভিজিৎবাবু সহ কোচবিহার পুরসভার বিভিন্ন কাউন্সিলর এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই ঘাট পরিদর্শন করেন। এদিকে দিনহাটা থানা দিঘিতে ছটপুজো ঘাট পরিদর্শন করলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ অন্যরা। শুক্রবার দুপুরে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র, দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক, দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী-সহ আরও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শন করেন। আগামী ২৭ ও ২৮ অক্টোবর রয়েছে ছটপুজো। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

ব্রতীদের সামগ্রী বিতরণ

■ বিতরণ অনুষ্ঠানে নির্জল দে, সুকান্ত কর, সুজয় সরকার।

প্রতিবেদন : ছটব্রতীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হল আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে। শুক্রবার দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে অম্বিকানগরে ছটব্রতীদের ছটের সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছিলেন দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নির্জল দে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আইএনটিটিইউসি সভাপতি সুকান্ত কর, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়, শিলিগুড়ি টাউন ৩ আইএনটিটিইউসি সভাপতি সুজয় সরকার-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

মেটেলিতে হাতির হানায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : সাতসকালে গরু খুঁজতে গিয়ে বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম শম্ভু মঙ্গোর (৫০), বাড়ি মেটেলি ব্লকের মূর্তি নদীর ধারে নিউখুনিয়া বস্তি এলাকায়। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল প্রায় ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ শম্ভু মঙ্গোর তাঁর বাড়ির গরু খুঁজতে বের হন। সেই সময় বস্তির পিছনের ঝোপ থেকে হঠাৎই একটি বুনো হাতি বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মেরে পদপিষ্ট করে দেয়। স্থানীয়দের চিৎকারে হাতিটি নদী পেরিয়ে পানঝোরা বনাঞ্চলের দিকে চলে যায়। গ্রামবাসীরা দ্রুত শম্ভুকে উদ্ধার করে মঙ্গলবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। বন দফতর স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত ২০

● দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবোঝাই বাস। গুরুতর আহত ২০ জন। বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ভুটকির হাট সংলগ্ন গন্ডার মোড়ের ঘটনা। দ্রুত গতিতে বাসটি অসম থেকে বিহারের উদ্দেশে যাচ্ছিল। তখনই উল্টোদিক থেকে আসা একটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে বাসটি উল্টে যায়। বাসের যাত্রীরা আহত হন। খবর পেয়ে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়।

বক্সার এখন দুই আকর্ষণ প্রকৃতি আর মিলেট মোমো

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

চারিদিকে সবুজে ঘেরা প্রকৃতি। খেলছে পাহাড়। শিরশিরে হালকা বাতাস আর প্লেটে নরম তুলতুলে মোমো। তাও আবার স্বাস্থ্যকর! নেই ময়দা, অথচ সুস্বাদু। স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। বেড়াতে এসে আপনি নিশ্চিন্তে দেদার স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছাড়াই। ভেবে অবাক হচ্ছেন যে, ফাস্টফুড খাওয়া স্বাস্থ্যহানি তো নয়ই, উপরন্তু পুষ্টি জোগাবে শরীরে, এটা কীভাবে সম্ভব? এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে রাজ্য কৃষি দফতরের আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষি আধিকারিকগণ ও বক্সা পাহাড়ের মহিলা পরিচালিত প্রিয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠী। রাজ্য কৃষি দফতরের সাহায্যে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকে কৃষি দফতরের উদ্যোগে বিপুল পরিমাণে মিলেট চাষ হচ্ছে। আগেও এই এলাকায় মিলেট চাষ হত। কিন্তু বিপণনের সমস্যায় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার রাজ্য কৃষি দফতর কালচিনি ব্লকের বক্সা পাহাড়-সহ বিভিন্ন

এলাকায় মিলেট চাষে জোর দিয়েছে। কৃষকদের নতুন করে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে, বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে এই মুহূর্তে প্রায় ৩৫০ একর জমিতে মিলেট চাষ করিয়েছে। এবং এই বিপুল পরিমাণ মিলেটের বিপণনের জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করছে। তারই একটি হচ্ছে বক্সা পাহাড়ের সান্তলা বাড়িতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায় মিলেট ওয়েলনেস স্টোর চালু করা। এই ওয়েলনেস স্টোর তৈরি করতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আস্থা প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। ওই স্টোরেই মিলছে মিলেটের তৈরি নানান সুস্বাদু ফাস্টফুড। এই বিষয়ে প্রিয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভানেত্রী সুখমতি ঘিসিং জানান, "মিলেটের তৈরি ডার্ক ব্রাউন মোমো খুব জনপ্রিয় হচ্ছে পর্যটকদের কাছে। প্রতিদিন এর চাহিদা বাড়ছে। এ ছাড়াও সেলরুটি, নুডুলস, পাস্তাও ভাল বিক্রি হচ্ছে। এমনকী ড্রাই মোমো প্যাকেট করে নিয়েও যাচ্ছেন পর্যটকরা। আমাদের আয়ের পথ সুগম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।" মহকুমা কৃষি অধিকর্তা রজত চট্টোপাধ্যায় জানান, কালচিনি ব্লকে নতুন করে মিলেট চাষ শুরু করা হয়েছে রাজ্য সরকারের সহায়তায়। মিলেটের প্রচুর খাদ্যগুণ রয়েছে। স্থানীয় খাবারের মাধ্যমে পর্যটকরা মিলেট সানন্দে গ্রহণ করছেন। আগামী দিনে মিলেটের ব্যবহার বাড়লে কৃষকরা লাভবান হবেন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 October, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

অভিষেকের নির্দেশে পরিযায়ীর মৃতদেহ নিয়ে নন্দীগ্রামে দেবাংশু

■ পরিযায়ী শ্রমিক ভীমচরণ বারিকের দেহ তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য ও স্থানীয় নেতারা। পাশে, পরিজনকে সান্ত্বনা দেবাংশুর।

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ঘড়িতে তখন বিকেল প্রায় তিনটে। সবুজে ঘেরা ধানখেতের মাঝে টালির বাড়িতে শুধুই কান্নার রোল। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে কফিনবন্দি হয়ে ফিরতে হল নন্দীগ্রাম- ২ ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভীমচরণ বারিককে (৪৫)। পরিযায়ীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর পেয়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুক্রবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভীমচরণের দেহ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে হাজির হন দেবাংশু ভট্টাচার্য। ছেলের দেহ বাড়িতে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। অভিষেকের তরফে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন দেবাংশু। ভীমচরণ প্রায় ১৫ বছর কেরলে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন। মাস পাঁচেক আগে শেষবার বাড়ি এসেছিলেন। গত মঙ্গলবার আচমকা একটি বহুতলে কাজের সময় মাথায় লোহার কড়াই থাকা অবস্থায় নিচে পড়ে যান। বুধবার রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন

কোথায় গেলেন গদ্দার!

আতান্তরে পড়েন। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ককে কাছে না পেয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পেয়েই অভিষেক তড়িঘড়ি দেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তাতেই শুক্রবার সকালে কেরল থেকে বিমানে দেহ এসে পৌঁছয়। অভিষেকের নির্দেশে দেবাংশু ছাড়াও ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়, নন্দীগ্রামের দুই ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল জানা, বাপ্পাদিত্য গর্গ প্রমুখ। দেবাংশু জানান, ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ওঁদের পাশে থাকার জন্য বলেছিলেন। সেইমতো আমরা বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে দেহ পৌঁছলাম। ওঁদের রুজিরুটির জন্য কিছু দাবি রয়েছে। আমরা সরকারের কাছে সেগুলি জানাব। ভীমচরণ একমাত্র রোজগেরে সদস্য। বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ মা, ভাই, স্ত্রী এবং তিন সন্তান। যাদের দুজন নাবালক। মা লতারানি বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের বলার ভাষা নেই।

■ নির্যাতিতাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টিআই প্যারেডের জন্য।

পাঁচ অভিযুক্তকে শনাক্ত করলেন ডাক্তারি পড়ুয়া

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : টিআই প্যারেডে ধৃত পাঁচ যুবককেই শনাক্ত করলেন দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। তবে টিআই প্যারেডে ছিল না তাঁর সহপাঠী। যেহেতু তাকে আগে থেকে তিনি চেনেন। শুক্রবার কোর্টের নির্দেশে টিআই প্যারেড হয় দুর্গাপুর উপ-সংশোধনাগারে। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ ছাত্রী ও তাঁর মাকে নিয়ে উপ-সংশোধনাগারে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক রাজীব সরকার। টিআই প্যারেডে অভিযুক্ত পাঁচ যুবক ছাড়াও আরও তিনজনকে ডামি হিসেবে রাখা হয়েছিল। পাঁচ মিনিটেই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। আগামী সোমবার ফের ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। পেশ করা হবে টিআই প্যারেডের রিপোর্ট। ছাত্রীর আইনজীবীর দাবি, বন্ধু ওয়াসেফ আলির পূর্ব পরিচিত ওই পাঁচ যুবক। বিজড়া গ্রামে নিয়মিত যাতায়াত ছিল সহপাঠীর। মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসের পিছনের গেট থেকে নিকটবর্তী ফুচকার দোকান প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। কিন্তু মূল গেট দিয়ে বেরলে সামনেই দোকান। ওয়াসেফই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বলে দাবি আইনজীবীর।

বিপুল জাল নোট-সহ ফরাক্কায় গ্রেফতার ২

প্রতিবেদন : পাচারের আগেই উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ জাল নোট। গ্রেফতার দুই পাচারকারী। নাম সুজিত দাস ও রবিউল শেখ। ধৃতেরা মালদহের বাসিন্দা। প্রায় তিন লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার ঘটনা। ওই জাল নোট দিল্লিতে পাচার করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে রেল পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে, নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশন দিয়ে জাল নোট পাচার হতে চলেছে। জিআরপির আধিকারিক চিত্তরঞ্জন রজকের নেতৃত্বে একটি দল নিউ ফরাক্কা স্টেশনে অভিযান চালায়। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুই যুবক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তাদের ব্যাগ তল্লাশি করলে দেখা যায় থরে থরে সাজানো জাল নোট। এরপরই ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। মোট ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবক মালদহের খালতিপুর থেকে ট্রেনে চেপে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে নেমেছিল। দিল্লিতে পাচারের আগেই ধরা পড়ে।

কোলফিল্ডে সাধারণ কামরার বাঙ্কার উধাও, ভোগান্তি যাত্রীদের

প্রতিবেদন : রকমারি ট্রেন আনছে রেল। ভাড়াও ইচ্ছেমতো বাড়াচ্ছে। এদিকে যেসব ট্রেন চলে তার পরিষেবা ঠিকঠাক রাখার দিকে কোনও নজর নেই। কোলফিল্ড এক্সপ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। সেখানে কামরার বাঙ্কার তুলে নেওয়া হয়েছে। বহু যাত্রী বসার জায়গা না পেলে বাঙ্কারের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। এখন জোরে-ছোটা ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাকা মহা সমস্যার ব্যাপার। আর জিনিসপত্র রাখার তো জায়গাই নেই! রেলের বিরুদ্ধে যাত্রীদের অভিযোগ, সাধারণ মেল, এক্সপ্রেস বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সাধারণ শ্রেণিতে যাতায়াত করা যাত্রীদের নিয়ে রেলের কোনও মাথাব্যথা নেই। সম্প্রতি যাত্রীরা আসানসোল থেকে হাওড়া যাওয়ার জন্য কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে সাধারণ কামরায় ওঠে দেখেন, বসার জন্য পুরনো আমলের সিট থাকলেও উপরে জিনিসপত্র রাখার বাঙ্কার উধাও। খোঁজখবর করে জানা যায়,

কোলফিল্ডের সবক'টি সাধারণ বগির বাঙ্কার খুলে দেওয়া হয়েছে। ধানবাদ ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াতের জন্য নিত্যযাত্রীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন কোলফিল্ড এক্সপ্রেস। যাত্রীরা সমস্যার কথা বিভিন্ন স্টেশনের কর্তৃপক্ষকে জানালেও সুরাহা হয়নি। যাত্রীদের আরও অভিযোগ, কোলফিল্ড বা আসানসোল-হাওড়া অগ্নিবীণা এক্সপ্রেসের অধিকাংশ শৌচাগারের অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। ব্যবহারের অযোগ্য। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।

প্রেমিককে ভিডিও কল করে তরুণী আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : সম্পর্কের টানাপোড়েনে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তরুণী। তার জেরেই রাতে ভিডিও কল চলাকালীন আত্মঘাতী হলেন। নাম সাথী ঘোষাল (১৯)। চন্দ্রকোনার ধর্মপোতা গ্রামের ঘটনা। তরুণীর প্রেমিক সৌমাল্য মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিয়ের কথা বললেই এড়িয়ে যেতেন যুবক, অভিযোগ তরুণীর বাড়ির লোকের। বিয়ে নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হত।

ভাইফোঁটা নিতে যাওয়ার কারণে শ্মশান তালাবন্ধ!

প্রতিবেদন : দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে এসে মৃতের পরিবারের লোকজন দেখলেন তালা দেওয়া। শ্মশান ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকার কথা, সেখানে তালা দেখে লোকজন বিস্মিত। শ্মশান অপারেটরকে ফোন করলে তিনি পরদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আসতে বলেন। শুনে মাথায় হাত মৃতের পরিবারের। অগত্যা বাড়িতেই ফিরিয়ে আনেন। বৃহস্পতিবার সকালে গিয়েও দেখা যায় শ্মশান খোলেনি। তখন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। শেষে ঘণ্টা দেড়েক পরে খোলা হয় শ্মশান। শ্মশানকর্মী নাকি ভাইফোঁটা নিতে গিয়েছিলেন!

পুরাতন ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা সবিতাব্রত সিংহ (৫৬) বুধবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ঠিক হয়, বাড়ির সামনের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে রাতেই দাহ করা হবে। কিন্তু তা হয় না। প্রায় ১৫ ঘণ্টা মৃতদেহ ফেলে রাখতে হয়।

পুরসভা সূত্রে খবর, শ্মশানে ছয় কর্মী— পাঁচজন ডোম ও একজন সুপারভাইজার। রাত সাড়ে ১১টার সময়ে চুল্লি বন্ধ করা হলেও সকাল ছ'টায় খুলে দেওয়া হয়। ভাইফোঁটার জন্য সকালে চুল্লি চালু করতে দেরি হয়েছে। বুধবার রাতে একজন ডোমের ভাই মারা যান। অন্যজন বাজারে গিয়েছিলেন। তাই দেরি।

চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ জানান, যিনি দাহ করেন, তিনি ভাইফোঁটা নিতে চলে যাওয়ায় দেরি হয়েছে। আমরা কখনও পুর-নাগরিকদের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রাখি না। এই সমস্যা সমাধানে আরও চুল্লির জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আবহে শুক্রবার কল্যাণীর ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে উদ্ধার হল ব্যাগ ভর্তি শতাধিক ভোটার কার্ড। হুগলির উত্তম প্রসাদকে আটক করে কল্যাণী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে

শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত নাবালক ছাত্র ধৃত

প্রতিবেদন : কোলাঘাট থানার সাহড়া গ্রামে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক শিশুর ধর্ষণে অভিযুক্ত পনেরো বছরের নাবালক এক ছাত্র পুলিশের জালে ধরা পড়ল। জানা গিয়েছে, সোমবার, সকাল দশটায় অভিযুক্ত নাবালকটি প্রতিবেশী শিশুকন্যার বাড়ি গিয়ে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে বাড়ি ফেরে শিশুটি। তবে ধর্ষণের বিষয়ে পরিবারের কাউকে কিছু জানায়নি তখন। গত বুধবার সন্ধ্যায় শিশুটির শারীরিক সমস্যা দেখা

দিলে পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তায় পড়েন। তাকে জিজ্ঞাসা করে প্রতিবেশী নাবালক ছাত্রটি যৌন নির্যাতন করে বলে জানতে পারেন নির্যাতিতা মেয়েটির পরিবারের লোকজন। বৃহস্পতিবার তার মা প্রতিবেশী ওই নাবালকের বাড়ি গেলে তার পরিবারের লোকজন নির্যাতিতার পরিবারের উপরে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে কোলাঘাট থানার পুলিশ আসে। নির্যাতিতা শিশুকন্যার মা কোলাঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তার ভিত্তিতে নাবালক ছাত্রটিকে পাকড়াও করে কোলাঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে তমলুক জেলা আদালতে পেশ করা হয়। শিশুকন্যার শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। সেই রিপোর্ট পেলেই পুলিশ নিশ্চিত হবে বলে জানান তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

বিজেপি পরিচালিত সমবায়ে গৃহযুদ্ধ ● অচলাবস্থা

পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দুই গোষ্ঠীর

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : সমবায় চালাতে কার্যত হিমশিম বিজেপি। গোষ্ঠীকোন্দলে একপ্রকার অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মহেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। ইতিমধ্যে সমবায়ের সভাপতি এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছেন ওই সমবায়েরই প্যানেল চেয়ারম্যান, সহ সভাপতি-সহ অন্য ডিরেক্টররা। গোটা ঘটনায় ইতিমধ্যে কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর এবং তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সিইওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, গত বছর নভেম্বরে ওই সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১২ আসনের ১১টি দখল করে বিজেপি। একটি পেয়েছিল তৃণমূল। বেশ কিছুদিন পর ওই সমবায়ের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভাল চাকরি পেয়ে অন্যত্র চলে যান। সমবায়ের ম্যানেজারের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৩১ অক্টোবর। এই অবস্থায় ম্যানেজারের পদে কাকে বসানো হবে সেই নিয়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়েছে জোর কোন্দল। সূত্রের খবর, মহেশপুর

সমবায় চালাতে কার্যত হিমশিম বিজেপি। কোন্দলে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মহেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। সভাপতি এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগ এনেছেন ওই সমবায়েরই প্যানেল চেয়ারম্যান, সহ সভাপতি-সহ অন্য ডিরেক্টররা।

সমবায় সমিতির সভাপতি বিজয় মালি এবং সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ মাইতি ম্যানেজার পদের জন্য ওই সমবায়েরই ডিরেক্টর সত্যরঞ্জন মণ্ডলের নাম সুপারিশ করেছেন। তাঁদের বিরোধী পক্ষ মৃণালকান্তি দাসের নাম সুপারিশ করে। এই নিয়ে সেপ্টেম্বরের ৬ এবং ১৭ তারিখ বোর্ড মিটিংয়েই দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত বেঁধে যায়। পরে দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করে। গোটা ঘটনায় বিজেপি বোর্ডের আড়াআড়ি বিভক্ততে সমবায়ের যাবতীয় কাজকর্ম কার্যত শিকেয় উঠেছে। চাষিদের ঋণদান প্রায় বন্ধই বলা যায়। প্রয়োজনীয় টাকাও পাচ্ছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে জট কাটাতে ১৯ অক্টোবর সম্পাদক মিটিং ডাকলেও সেই মিটিংয়ে সম্পাদকপন্থী চারজনের বেশি কেউই হাজির হননি। ফলে সমবায়ে এখন কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

নন্দীগ্রাম

এ বিষয়ে ওই সমবায়ের সহ-সভাপতি বুদ্ধদেব মুনিয়ান বলেন, আমরা সমবায়ের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সমবায়ের ইন্সপেক্টর এবং তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছি। এদিকে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর এই কোঁদল নিয়ে নন্দীগ্রাম ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, গোটাটাই বিজেপির নেতাদের মধ্যে টাকা মারা নিয়ে গন্ডগোল। কে কত পদে বসে টাকা লুটতে পারবে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এর ফলে মানুষজন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

খড়্গপুরে আদিবাসীদের সহরাই উৎসব

খড়্গপুর ২ ব্লকের গোপীনাথপুর-চককুড়িয়া মাঝিবাবার উদ্যোগে এবং ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের সহযোগিতায় সহরাই পরব পালনে উপস্থিত পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। ছিলেন সমাজসেবী দেবরাজ দত্ত ছাড়াও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন রীতি মেনে গরুপুজো করে, গরুদের সঙ্গে মোহড়া করে সহরাই পরব পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার শতাধিক মানুষ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অংশ হিসাবে শুরু হল খাল সংস্কার

সংবাদদাতা, দাসপুর: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে শুরু হল সোলাটপা খালের সংস্কারকাজ। ফলে খুশি এলাকার কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, দাসপুর ২ ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন খুকুড়দহ, গৌরা, জ্যোতঘোনাশ্যাম-সহ কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সোনামুই নদী থেকে শুরু করে মশালচক পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সোলাটপা খাল কয়েক বছর ধরে মজা অবস্থায় আছে। ফলে বর্ষায় অতিরিক্ত জল খাল উপচে চাষের জমিতে পড়ে এলাকার কৃষকদের ফসল নষ্ট করে। অতিরিক্ত জল জমে থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়তেন কৃষকরা। বহুদিনের দাবি ছিল খালটি সংস্কারের। তাকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রথম ফেজের কাজ শুরু করেন। তারই আওতায় পড়া এই খালটি সংস্কারের কাজ শুরু হল শুক্রবার। খালে জমা কচুরিপানা পরিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এদিন শীতলচন্দ্র খাড়া, সোমনাথ ভৌমিক, নারায়ণচন্দ্র মন্ডল, বিষহরি মন্ডল, তারাপদ ধারা-সহ অনেক কৃষক বলেন, এতদিন পরে আমাদের স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। খাল সংস্কার হওয়ার ফলে ফসল আর নষ্ট হবে না, চিন্তা দূর হবে আমাদের।

চলছে সোলাটপা খালের সংস্কার।

বিরোধীদের অপপ্রচার, কুৎসা, দাঙ্গার রাজনীতির জবাব

সোশ্যাল মিডিয়ায় এবার সক্রিয় 'বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

প্রায় দোরগোড়ায় ২০২৬ সালের বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধীদের কুৎসা ও অপপ্রচার রুখতে নামিয়েছেন 'বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'দের। সম্প্রতি এই বিশেষ কর্মসূচি চালু করেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা এবং বিজেপির মিথ্যা তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ তৃণমূলের। ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে বহু তরুণ-তরুণী যোগ দিচ্ছেন বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে। জেলা নেতৃত্বের দাবি, 'এবার সমাজ মাধ্যমে খেলা হবে।' বিরোধী দল, বিশেষত রাম ও বামেরা সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রচারের বড় মঞ্চে পরিণত করেছে। এর আগের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। তবে এবার সে ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সেল। ঝাড়গ্রাম জেলায় এই সেলের অভিভাবক রেহান আলির নেতৃত্বে শুরু

ঝাড়গ্রাম সফরে মুখ্যমন্ত্রী। — ফাইল চিত্র

হয়েছে ব্যাপক প্রচারাভিযান। 'বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' ঝাড়গ্রামের বিপ্লব পাল বলেন, যেভাবে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বাংলাকে গোটা দেশ তথা বিশ্বের সামনে অপমান বা ছোট করতে চাইছে, রাজ্যের মানুষের মধ্যে অটুট সম্প্রীতি নষ্টের অপচেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। এরা জাতিবাদ আর ধর্মের নামে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে। সেই চেষ্টাকে আমরা আগেও রুখেছি, ভবিষ্যতেও রুখব। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়ার ইনচার্জ সুদীপ্ত চক্রবর্তী বলেন, বিরোধীদের কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে আমরা প্রস্তুত। বাংলার উন্নয়ন আর মুখ্যমন্ত্রীর কাজের কথা পৌঁছে দিতেই ডিজিটাল যোদ্ধারা সক্রিয় হয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে কেউ দাঙ্গা ছড়ানোর চেষ্টা করলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার মোকাবিলা করব। সম্প্রতি দুর্গাপুর-কাণ্ডের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হয়। সে ক্ষেত্রে বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সব নস্যাৎ করে দেন। একাধিক উস্কানিমূলক পোস্ট সরিয়ে নেওয়া হয় বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে। ঠিক তেমনিই কাকদ্বীপে মা কালীর মূর্তির গলা কেটে নেওয়ার ঘটনাকে ঘিরেও দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। তবে বাংলার মানুষ ও ডিজিটাল যোদ্ধাদের তৎপরতায় সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মত, আসন্ন ভোটযুদ্ধের ময়দানে যেমন লড়াই হবে বুথে বুথে, তেমনই এবার বড় লড়াই দেখা যাবে ডিজিটাল ময়দানেও। যেখানে ফেক নিউজ, বিভ্রান্তি ও কুৎসার বিরুদ্ধে লড়বেন বাংলার তরুণ ডিজিটাল যোদ্ধারা।

বিসর্জন-শোভাযাত্রা নিয়ে মারামারি দু'পক্ষের জখম ৫ হাসপাতালে ভর্তি

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার রাতে দুবরাজপুরের ভালুকা গ্রামে কালীপুজোর বিসর্জন ঘিরে দু'পক্ষের মারামারিতে আহত হন পাঁচজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামের একটা রাস্তা ঘিরে চিত্তরঞ্জন মহাদানির পরিবারের সঙ্গে একাংশ গ্রামবাসীর বিবাদ ছিল। চিত্তরঞ্জনের পরিবার ওই রাস্তা দিয়ে কালী বিসর্জনের শোভাযাত্রা আটকাতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তবে অভিযোগই অস্বীকার করে ওই পরিবারের পালটা অভিযোগ, তাঁরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখার সময় আলো নিভিয়ে তাঁদের উপরে হামলা চালায় গ্রামবাসীদের একাংশ। মারধর ছাড়াও তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। দু'পক্ষের মারামারিতে আহত শিশির হাজরা, চণ্ডী মাল, রাহুল হাজরা ও চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর ছেলে প্রশান্ত মহাদানি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুবরাজপুর থানার পুলিশ। আহতরা দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিত্তরঞ্জন মহাদানিকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 October, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

রাজ্যের উদ্যোগে ভুটান সীমান্তে তৈরি ২ কোটি ব্যয়ে আন্তজার্তিক মানের হাট

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

ভুটান সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন চামুর্চি হাটে শুরু হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ। রাজ্য সরকারের কৃষিজ বিপণন দফতরের উদ্যোগে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঐতিহ্যবাহী হাটের নবীকরণে শুরু হয়েছে শেড তৈরির কাজ। ১২৩ বছরের পুরনো এই হাটে ছয়টি আধুনিক শেড নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিক্রেতাদের জন্য পৃথক স্টল তৈরি করা হবে আন্তজার্তিক মানের। বহু বছর ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকা এই হাটের অবস্থা ছিল শোচনীয়। প্রায় পাঁচ বছর আগে ঝড়ে একটি শেড ভেঙে পড়ার পর থেকেই ব্যবসা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বহু পুরনো বিক্রেতা হাট ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, বাকিরা রাস্তার পাশে দোকান সাজিয়ে দিন গুজরান করছিলেন। বর্ষার সময়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হত। অবশেষে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল রাজ্য সরকার। কৃষিজ বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে চামুর্চি হাট পুনর্গঠনের কাজ। এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপে হাটে প্রাণ ফিরে আসবে, আবার জমে উঠবে পুরনো রমরমা ব্যবসা-বাণিজ্য। স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্র বিশ্বকর্মা বলেন, হাটে শেড তৈরি হলে ফের ব্যবসায়ীরা ফিরবেন, হাটে আবারও মানুষের ভিড় বাড়বে। ফিরবে আমাদের পুরনো ঐতিহ্য। অন্যদিকে, সীতারাম ঠাকুরের বক্তব্য, ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা এই প্রাচীন হাট ধীরে ধীরে আন্তজাতিক মানের হয়ে উঠুক এটাই আমাদের আশা। চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা এলাকার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা সন্দীপ ছেত্রী বলেন, "রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই কাজ শুরু হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। হাটের জমি দীর্ঘদিন দখল হয়ে ছিল, আমরা সেই জমি উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। জমি ফেরত পেলে হাটের আয়তন ও বাণিজ্য দুটোই বাড়বে। একসময় ভুটানের সামসি জেলা থেকে মানুষ কেনাকাটা করতে আসতেন এই চামুর্চি হাটে। ব্রিটিশ আমলে এই হাট থেকেই ভুটানের কমলালেবু রফতানি হত ভারত-সহ অন্যান্য দেশে। আজ সেই ঐতিহ্যকে নতুন প্রাণ দিতে এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার স্থানীয়দের আশা, এবার আবার পুরনো দিন ফিরবে চামুর্চি হাটে।

■ জোরকদমে চলছে কাজ।

গদ্দারের রক্ষাকবচ

(প্রথম পাতার পর)
অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। সেই কারণে রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে চারটি মামলায় রাজ্য সরকার এবং সিবিআইকে যৌথভাবে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, গদ্দারের বিরুদ্ধে থাকা ১৫টি মামলা খারিজও করে দেওয়া হয় এদিন। বিচারপতি বলেন, এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলনেতা বা তাঁর আইনজীবীদের কিছু বলার থাকলে আগামী সোমবারের মধ্যে আদালতে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

আর রায় প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা খেলেন গদ্দার। আগের যে রায় বিচারপতি মান্থা দিয়েছিলেন তাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বলে খোঁচা দিয়ে কুণাল বলেন, বিচারপতি সেনগুপ্তর রায়ে রক্ষাকবচ খারিজ হয়েছে। এই রক্ষাকবচের বলে বলীয়ান হয়ে যথেষ্ট কুৎসা ও প্ররোচনা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা যায়নি। এবার সেই রক্ষাকবচ খারিজ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার ও শাসকদল এই বিষয় নিয়ে এতদিন যে বক্তব্য রেখেছে, সেটাই মান্যতা পেয়েছে রায়ে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি মামলায় সিট গঠন করে তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। এবার কুৎসা ও প্ররোচনা ছড়ানোর আগে বিরোধী দলনেতাকে ভাবতে হবে।

হাতে নোট লিখে সুইসাইড

(প্রথম পাতার পর) একটি হোটেলের ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া যায়। তিনি পুলিশের দ্বারা বারবার ধর্ষিতা হন বলে অভিযোগ। বারবার নালিশ জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। শেষে সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেন তিনি। কিন্তু অবাক-কাণ্ড, এই নির্মম ও নিদারুণ ঘটনার পরও রাতদখলকারীরা নিশ্চুপ। ধিক্কার এই প্রতিবাদীদের, ধিক্কার বাংলার বাম-বিজেপিকে। সুইসাইড নোটে জানা যায়, গত পাঁচ মাসের মধ্যে এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর তাঁকে চারবার ধর্ষণ করেছেন। ফালতান সাব-ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত ওই চিকিৎসক এসআই গোপাল বাদানের বিরুদ্ধে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন। অভিযোগ করেন, আরও এক পুলিশ অফিসার প্রশান্ত বনকর তাঁকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন। কিন্তু অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন তিনি। ১৯ অক্টোবর ফালতানের সাব-ডিভিশনাল অফিসের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশকে লেখা একটি চিঠিতেও তিনি একই অভিযোগ তুলেছিলেন। তখনই আত্মহননের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। বাংলায় কোনও একটি ঘটনায় পান থেকে চুন খসলেই আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বাম-বিজেপিরা। বিজেপি-রাজ্যে যখন একের পর এক অভিযোগ আসছে, তখন তাঁদের মুখে কথা নেই। আর কেউ রাত দখলের কথাও বলছেন না! এই আপনাদের নৈতিকতা! ধিক্কার!

বিপর্যস্তদের ভাইফোঁটার উপহার বিধায়কের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের মানবিক উদ্যোগ। ভাইফোঁটায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় মহিলাদের শাড়ি উপহার দিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। প্রসঙ্গত, গত ৫ অক্টোবর আচমকা বিপর্যয় নেমে এসেছিল আলিপুরদুয়ার তথা উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ভুটান থেকে নেমে আসা প্রবল জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ১ নম্বর ব্লকের শালকুমার এলাকা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ওই এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় সিসামারা নদীর জল ঢুকে। বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে নষ্ট করে বাড়িঘর, ক্ষেতের ফসল ও বাড়ির প্রায় সমস্ত জিনিসপত্র। দীপাবলির আগে এই বিপর্যয় আর্থিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে সেখানকার বাসিন্দাদের। এরপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার সফরে এসে জেলা প্রশাসনকে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ওই এলাকায় একপ্রকার পড়ে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। যেহেতু বন্যার জলে ওই এলাকার মহিলাদের বেশিরভাগ জামাকাপড়ই নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে শালকুমারের বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার প্রায় দেড় হাজার মহিলাকে শাড়ি উপহার তুলে দেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি গ্রামের মহিলারা। তারা জানান, বন্যার পর থেকেই তাদের পাশে সব বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিধায়ক, আর আজ দিলেন নতুন শাড়ি উপহার। উপহার পেয়ে সকলেই খুব খুশি। এই বিষয়ে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানান, এই এলাকার মানুষরা বন্যার পরে খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি উদ্যোগে তাদের জন্য ত্রাণসহ নানান ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দীপাবলি ও ভাইফোঁটা উপলক্ষে আমার তরফ থেকে তাদেরকে সামান্য উপহার তুলে দিলাম।

■ বস্ত্রবিতরণে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্য সরকারের ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস স্বপন সরেন। তিনি এদিন গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল, হিলি তপন গ্রামীণ হাসপাতাল ও দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শুক্রবার বিকেলে বালুরঘাট জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দফতরের সামনে যক্ষ্মা রোগ মুক্ত হয়ে ওঠা মানুষদের হাতে পুষ্টিকর খাবার প্রদান করেন রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সরেন। এদিন ১১ জন যক্ষ্মা রোগীর হাতে ওষুধ ও পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়া হয়।

অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে বিশ্বসেরা

(প্রথম পাতার পর)
পৌঁছেছিলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে দুই কৃতী খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সিন্ড্রেলা দাস ও দিব্যাংশী ভৌমিককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কলকাতার ধানুকা ধুনসেরি সৌম্যদীপ পৌলমী টেবল টেনিস অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থী সিন্ড্রেলা ও তার সঙ্গী দিব্যাংশী বিশ্ব টেবল টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে দারুণ কৃতিত্ব গড়েছে। যা আমাদের সবার জন্য গর্বের মুহূর্ত। তাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক শুভকামনা। আশা করি, ভবিষ্যতে তারা আরও অনেক মাইলফলক তৈরি করবে। জানা গিয়েছে, সিন্ড্রেলা দাস এরপর দিল্লিতে জাতীয় শিবিরে অংশ নেবেন। সেখান থেকে তিনি বাহরিনে এশিয়ান ইউথ গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাবেন।

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রুখতে প্রচার বন দফতরের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন গ্রামের মানুষদের নিরাপত্তার কারণে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, জেএফএমসি সভার পাশাপাশি, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন জনসমাগমস্থল, বাজার এলাকা, চা-বাগান, ছটপুজা ঘাট এবং গ্রামীণ ক্লাস্টারগুলিতে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে। মাদারিহাট, কুঞ্জনগর, শালকুমারহাট এবং মেন্দাবাড়ি এলাকাগুলোয় বিশেষভাবে সতর্ক অভিযান চালানো হয়েছে। এই ঘোষণার মাধ্যমে, হাতি এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণী চলাচলের সময় নেওয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব এবং কোনও বন্যপ্রাণী দেখা বা সংঘর্ষের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, তাৎক্ষণিকভাবে বন কর্মকর্তাদের জানানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। যাতে গ্রামে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি দেখা গেলে সময়মতো বনকর্মীরা উপস্থিত হয়ে মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে, বিপদে সাড়া দেওয়া যায় এবং মানুষ ও প্রাণী উভয়ের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

■ মাইকিংয়ের মাধ্যমে চলছে বন দফতরের প্রচার।

আজ বৈঠকে মুখ্যসচিব

(প্রথম পাতার পর) সব বড় হাসপাতালেই সিসিটিভি বসানো হয়েছে। হাসপাতাল হস্টেল চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কেন এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ঘটছে, তার প্রাথমিক রিপোর্টও চেয়েছেন মুখ্যসচিব। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের তরফে এই রিপোর্ট দেওয়া হবে। আরজি করের ঘটনার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চার্জে দেওয়া মোবাইল বিস্ফোরণে আচমকাই আগুন লেগে গেল অমৃতসর-পূর্ণিয়া এক্সপ্রেসের একটি কামরায়। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যাত্রীদের মধ্যে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সোনাবর্ষা কুচেহরি স্টেশনের কাছে একটি জেনারেল কোচে ঘটনাটি ঘটে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। আঙুল উঠেছে রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দিকে

যোগীরাজ্যে নৃশংসতা

সাংবাদিককে কুপিয়ে খুন, প্রশ্নে নিরাপত্তা

প্রয়াগরাজ : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ফের বাকস্বাধীনতা হরণের চেষ্টা! যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশে দিনেদুপুরে কুপিয়ে খুন সাংবাদিককে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রয়াগরাজে একটি হোটেলের সামনে প্রকাশ্যে বছর ৫৪-র সাংবাদিক লক্ষ্মীনারায়ণ সিং ওরফে পাপ্পুকে একাধিকবার ছুরির কোপে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থায় সাংবাদিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও

শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতাল পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় সাংবাদিকের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কী কারণে সাংবাদিককে খুন করা হল, সেটাই ধরতে পারেনি পুলিশ। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা! বাংলায় বিভিন্ন চ্যানেলের প্যানেলে বসে যে বিজেপি নেতারা রাজ্য প্রশাসনকে কারণে-অকারণে কলুষিত করার চেষ্টা করেন, তাঁরা যোগীরাজ্যে সাংবাদিক-হত্যা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কটাক্ষ, প্রয়াগরাজে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন করা হল! আর বাংলায় অবাধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। বাংলার যেকোনও কাগজ, চ্যানেলে যেকোনও বক্তা যা ইচ্ছে বলতে পারেন। কিন্তু বিজেপি রাজ্যে সাংবাদিককে খুন হতে হয়। এর আগেও বিজেপি-রাজ্যে সাংবাদিকদের গায়ে হাত উঠেছে। বিজেপির রাজ্যে বেসুরো হলেই কুপিয়ে খুন! একবার নয়, বারবার।

যোগীরাজ্যে আচমকা কেন এমন মর্মান্তিক পরিণতি হল সাংবাদিকের? খুনের নেপথ্যে কোন রহস্য আছে? এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি প্রয়াগরাজের পুলিশ। তবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেই এক অভিযুক্ত পালাতে গিয়ে পায়ে গুলি খেয়ে ধরা পড়ে। দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

লাক্সারি এসি বাসে ঘুমন্ত অবস্থাতেই সব শেষ

অন্ধ্রে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বাইক-বাস সংঘর্ষে ঝলসে মৃত্যু হল ২৫ জনের

কুর্নুল (অন্ধ্রপ্রদেশ) : মর্মান্তিক! ভোররাতে বাইকের সঙ্গে যাত্রী-বোঝাই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ২৫ জন। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার চিন্নাটেকুরের ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। শুক্রবার ভোরে। একটি বেসরকারি ট্রাভেলসের বাসের সঙ্গে একটি মোটর সাইকেলের সংঘর্ষের পর আগুন ধরে যায় বাসটিতে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তা। অধিকাংশ যাত্রী তখন ঘুমোচ্ছিলেন। এই ঘটনা মনে করিয়ে দিল রাজস্থানের প্রায় একই ধরনের ভয়াবহতার কথা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বাসে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। ১৮ জন যাত্রীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ও শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, একাধিক দেহ সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যাওয়ায় শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

সরকারি সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি ঘটে ভোর প্রায় ৩-৩০টা নাগাদ। বাস ও মোটর সাইকেলের সংঘর্ষের পরই একটি বিশাল অগ্নিশিখা দ্রুত সারা বাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রথমে বাসের সামনের অংশে আগুন দেখা যায় এবং তা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে যায়। আগুন বাড়তে থাকলে, ১২ জন যাত্রী জরুরি নির্গমন দরজা ভেঙে সামান্য আহত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তাঁদের দ্রুত কুর্নুল সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় ওই এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়া সংঘর্ষের একটি কারণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আগুন লাগার ফলে বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তবে বৃষ্টির জন্য দ্রুত আগুন আয়ত্তে আনাও সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করায় এর আগে বাসটিকে ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করতে শুরু হয়েছে তদন্ত। এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুও। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যকুমার যাদব জানিয়েছেন, মৃতদের শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। কুর্নুল জিজিএইচ সুপারিন্টেনডেন্টকে আহতদের যথাযথ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, দেহগুলি এখনও বাসের ভেতরে আছে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে আমরা ঘটনাস্থলেই ময়নাতদন্ত করার জন্য প্রস্তুত। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। জখম ১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদের মন্তব্যে বিতর্ক

নয়াদিল্লি: অবাক কাণ্ড! স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে গাজার সশস্ত্র সংগঠন হামাসের তুলনা টানলেন উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠেছে তীব্র বিতর্কের। প্রবল সমালোচনার মুখে কংগ্রেস সাংসদ। বিরোধী রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, সকলেরই অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করেছেন সাংসদ। সম্প্রতি পডকাস্টে প্যালেস্টাইন নিয়ে আলোচনায় অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছেন এই সাংসদ। বলেছেন, ভগৎ সিং নিজের দেশের মাটি থেকে বিদেশিদের তাড়াতে লড়াই করেছিলেন। হামাসও তাই করছে।

ব্যর্থতা ঢাকতে যাত্রী সুবিধাকেন্দ্র

নয়াদিল্লি: রেল বাজেটে বাংলাকে ন্যক্কারজনকভাবে বঞ্চিত করেছে মোদি সরকার। রেলের সুরক্ষা ও যাত্রীনিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও প্রকট। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে ব্যাহত স্বাভাবিক পরিষেবা। রেলের এই ব্যর্থতা ঢেকে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বাংলার মনুষের মন জয় করতে এবার নয়া কৌশল মোদি সরকারের। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনে স্থায়ী যাত্রী সুবিধাকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। জানা গিয়েছে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই যাত্রী সুবিধাকেন্দ্র হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের কোথায় তৈরি করা হবে, তা খতিয়ে দেখার কাজ করবে রেলেরই ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা রাইটস।

কৃত্রিম বৃষ্টি এনে দিল্লিতে মুখ রক্ষার চেষ্টা গেরুয়া সরকারের

নয়াদিল্লি: দীপাবলিতে বাজিদূষণের হাত থেকে রাজধানীর বাসিন্দাদের বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে দিল্লির বিজেপি সরকার। শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা অমান্য করে দিল্লিতে ওইদিন ব্যাপক হারে বাজি ফেটেছে। এর জেরেই মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে দিল্লির বায়ুদূষণের মাত্রা। দিল্লির সর্বত্র একিউআই এখন ৩০০-র বেশি। এই অবস্থায় সারা দেশের সামনে মুখ বাঁচানোর লক্ষ্যে এখন দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর পরিকল্পনা গেরুয়া সরকারের। ২৮ থেকে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে কৃত্রিম মেঘসঞ্চার করে নামনো হতে পারে কৃত্রিম বৃষ্টি।

গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতার প্রতিবাদে পথে গ্রামবাসীরা

বিজেপির রাজস্থানে ধর্ষণ ৩ বছরের দলিত শিশুকে

যোধপুর: বিজেপি রাজ্যে ফের যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণ শিশুকে। এবার রাজস্থানে। যোধপুরে ৩ বছরের এক দলিত শিশুকে ধর্ষণ করে তাকে মাঠেই ফেলে রেখে চম্পট দিল ধর্ষক। গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। তার অবস্থা গভীর সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকায়। নিন্দা এবং ধিক্কারের ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতার কারণেই এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছে সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিরোধীরাও। জনরোষের চাপে পড়ে অবশ্য পরে চিরুণি তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, জেরার মুখে ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছে, সে পর্নোগ্রাফি ভিডিওতে আসক্ত। শিশুটিকে

ধর্ষণের আগে ওইদিনই সে ১৫টি ভিডিও দেখেছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ধর্ষক শিশুটির পরিবারের পূর্বপরিচিত। শিশুটিকে সে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে নিয়ে যায় পাশের মাঠে। তারপরে সেখানেই ধর্ষণ করে চম্পট দেয় সে। শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরা। উদ্ধার করে ভর্তি করেন হাসপাতালে। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় যোধপুর শহরের হাসপাতালে।

রঞ্জিত দেববর্মা কি বাংলাদেশি?

আগরতলা: টিপরা মথার আহ্বায়ক রঞ্জিত দেববর্মার বিরুদ্ধে বাংলাদেশি নাগরিকত্বের অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের পরিচয়পত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, যিনি ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশিদের তাড়াতে চাইছেন তিনি নিজেই তো বাংলাদেশি। এই রঞ্জিত আবার ত্রিপুরা বন্‌ধের আহ্বায়ক। এই নিয়ে চর্চা চলছে ত্রিপুরায়। রঞ্জিত দেববর্মা বিজেপি সমর্থিত টিপরা মথার বিধায়ক। নিষিদ্ধ সংগঠন অল টাইগার ত্রিপুরা ফোর্সেরও চিফ। মূল স্রোতে ফিরে কেন্দ্রের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ পেয়েছেন। কিন্তু কোনও অস্ত্র জমা দেননি।

সোনা মজুতে রেকর্ড গড়ছে নানা দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি: সোনা মজুত শুধু মধ্যবিত্ত বা লগ্নিকারীরাই করছে না, বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কও এখন সোনা মজুতের পথে হাঁটছে। তথ্যের দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন খনি থেকে যে পরিমাণ সোনা তোলা হয়েছে তার প্রায় ১৭ শতাংশই এখন বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রয়েছে। ২০২৫-এর জুন পর্যন্ত হিসেব বলছে, বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত সোনার পরিমাণ ৩৭ হাজার টনেরও বেশি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো এর আগে কখনও এতবেশি সোনা কেনেনি। এক কথায়, সোনা কেনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের মধ্যে রেকর্ড গড়েছে তারা।

২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই ব্যাঙ্কগুলোর কেনা সোনার পরিমাণ ৩ হাজার ২০০ টন। এবং শুধু ভারত নয়, রাশিয়া, চিন, পোল্যান্ডের মতো দেশও এখন ডলার-নির্ভরতা থেকে সরে গিয়ে আস্থা রাখতে চাইছে সোনায়। অনেকেরই ধারণা, সোনার দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এটাই।

২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত সোনা মজুতের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের অবস্থান এইরকম। আমেরিকায় মজুত সোনার পরিমাণ ৮ হাজার ১৩৩ টন। লক্ষণীয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার ভাণ্ডারের মালিকানা মার্কিন মুলুকেরই। সোনার বড় অংশই রয়েছে ডিপ স্টোরেজে। এরপরেই আসছে জার্মানির নাম। সেখানে সোনা মজুত রয়েছে ৩ হাজার ৩৫০ টন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইতালি। মজুত করেছে ২ হাজার ৪৫২ টন সোনা। ফ্রান্স, রাশিয়া, চিন, সুইজারল্যান্ডের পরে ভারতের স্থান অষ্টমে। মজুত সোনার পরিমাণ ৮৮০ টন। প্রথম দশে এরপরে জায়গা পেয়েছে জাপান এবং তুরস্ক।

চিনের উপর ১৫৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১ নভেম্বর থেকেই তা লাগু হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ায় মুখোমুখি বসতে চলেছেন ট্রাম্প ও শি জিনপিং

ভারতের কায়দায় জল বন্ধ করে পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবে কাবুল

কুনার নদীতে বাঁধ নির্মাণের ঘোষণা

কাবুল : জল-বন্ধের কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ। পাকিস্তানকে সবক শেখাতে নয়াদিল্লির পথে হাঁটতে চায় কাবুল।

আফগানিস্তান সীমান্তে কুনার নদীর উপর বাঁধ তৈরি করে পাকিস্তানের দিকে জল আটকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তালিবান শাসক। এই কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা মৌলভি হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা। তালিবানের ভারপ্রাপ্ত জলসম্পদ মন্ত্রী মোল্লা আব্দুল লতিফ মনসুর ‘এক্স’-এ জানিয়েছেন, আফগানদের নিজেদের জল ব্যবহারের অধিকার আছে এবং বাঁধ তৈরির কাজ দেশের কোম্পানিই করবে, কোনও বিদেশি কোম্পানি নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, কাবুল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামে একটি জঙ্গিগোষ্ঠীকে সাহায্য করছে। এই অভিযোগের পর থেকেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিতর্কিত সীমান্ত বা ডুরান্ড লাইনে অশান্তি বেড়েছে। এই উত্তেজনার মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে তালিবান শাসক জল আটকানোর সিদ্ধান্ত নিল। ভারতের কাছ থেকে পাকিস্তান যে ধরনের আঘাত পেয়েছিল, তালিবানের এই নয়া সিদ্ধান্তে তারই ছায়া। এর আগে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার পর ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে পাকিস্তানের দিকে জল সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছিল। কুনার নদী প্রায় ৫০০ কিলোমিটার লম্বা। এটি পাকিস্তানে শুরু হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছে এবং তারপর আবার পাকিস্তানে ফিরে কাবুল নদীর সাথে মিশেছে। এই নদীটি পাকিস্তানের দিকের অংশে চাষাবাদ, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ তৈরির জন্য খুব জরুরি। যদি আফগানিস্তান এই নদীর উপর বাঁধ তৈরি করে, তাহলে পাকিস্তান বড় ধরনের জল-সমস্যায় পড়বে। কারণ ভারতের জল কমানোর পর এবার এই নদী থেকেও জল কমে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ভারতের সাথে পাকিস্তানের যেমন জলচুক্তি আছে, আফগানিস্তানের সাথে এই নদীর জল ভাগাভাগি করার কোনও চুক্তি নেই। ফলে আফগানিস্তানকে থামানোর কোনও কূটনৈতিক হাতিয়ার বা সহজ পথ পাকিস্তানের হাতে নেই। এতে দু-দেশের মধ্যে আরও বড় ধরনের অশান্তি ও গোলযোগ শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতা দখলের পর থেকে তালিবান নিজেদের দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে। তারা বাঁধ আর খাল তৈরি করছে, যাতে নিজেদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এর উদাহরণ হল উত্তর আফগানিস্তানের বিতর্কিত কোশ টেপা খাল। এই খাল তৈরি হলে বিশাল শুষ্ক জমি চাষের উপযুক্ত হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে আম দরিয়া নদীর প্রায় ২১ শতাংশ জল কমে যেতে পারে, যা আগে থেকেই জলকষ্টে থাকা উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মতো দেশগুলোর জন্য সমস্যা তৈরি করবে। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগেই তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারত সফরে এসেছিলেন। সেখানে তিনি হেরাত প্রদেশে বাঁধ তৈরি এবং সেটির দেখাশোনার কাজে ভারতের সমর্থনের প্রশংসা করেন। ভারত ও আফগানিস্তানের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, দু-পক্ষই জলের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় গুরুত্ব দেবে।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগই হচ্ছে না, বেকারত্ব কমবে কী?

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল প্রতি বছরে দু-কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ দূরস্থ, দেশের কোটি কোটি বেকারদের চাকরি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের কোনও চেষ্টাই করেনি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। এই ইস্যুতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়ান। তাঁর সাফ কথা, চাকরি সমস্যা আসলে সরকারের সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে মোদি সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক ঠকানোর কাজ করছে, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তোপ দেগেছেন ডেরেক ও’ব্রায়ান। তাঁর যুক্তি, দেশের গড় বেকারত্বের হারের তিনগুণ বেশি হল যুব সম্প্রদায়ের বেকারত্বের হার।

মোদি সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু দেশের বেকারত্বের হার বোঝা যাচ্ছে সরকারি পরিসংখ্যানে, যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রেলের ৬৪,০০০ শূন্য পদে আবেদন করেছেন ২ কোটি বেকার। শিক্ষক থেকে চিকিৎসক, বিজ্ঞানী থেকে নিরাপত্তা কর্মী-সমাজের সর্বস্তরে শূন্য পদ তৈরি হয়েছে অথচ সেখানে কোনও নিয়োগ হচ্ছে না, সাফ জানান ডেরেক ও’ব্রায়ান। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং নবোদয় বিদ্যালয়ে

কটাক্ষ ডেরেকের

১২,০০০ শিক্ষক পদ খালি আছে বলেও জানান তিনি। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের পদ দীর্ঘদিন শূন্য পড়ে আছে, ভারতীয় রেলেই দেড় লক্ষ পদ খালি, জানান ডেরেক ও’ব্রায়ান। এই প্রসঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবি পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, বিগত বছরগুলির তুলনায় ২০২৩ সালে রেলের দুর্ঘটনার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৭ শতাংশ। অপ্রতুল কর্মী দিয়ে কাজ করানোর জন্যই দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্যাংগং হ্রদের কাছে নতুন বিমানঘাঁটি বানাচ্ছে চিন

নয়াদিল্লি : তিব্বতের পূর্বদিকের প্যাংগং হ্রদের ধারে, ২০২০ সালের সীমান্ত-সংঘর্ষের জায়গা থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার দূরে চিন দ্রুতগতিতে একটি নির্মাণ কাজ চালাচ্ছে। স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটি নতুন চিনা বিমান প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সামরিক নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের ঘর, সেনাদের থাকার জায়গা (ব্যারাক), গাড়ি রাখার শেড, অস্ত্রশস্ত্র রাখার গুদাম এবং রাডার বসানোর স্থান। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘাঁটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার জন্য তৈরি কিছু ঢাকা জায়গা। ধারণা করা হচ্ছে, এই জায়গাগুলিতে এমন বিশেষ ধরনের গাড়ি (যাকে ট্রান্সপোর্টার ইরেক্টর লঞ্চার বা টিইএল বলে) রাখার ব্যবস্থা আছে, যার ছাদ দরকারের সময় খুলে যায়। এই গাড়িগুলি মূলত ক্ষেপণাস্ত্র বহন করা, সেগুলি ওপরে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত করা এবং তারপর ছোঁড়ার কাজে ব্যবহার হয়। গোয়েন্দা বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই মজবুত আশ্রয়কেন্দ্রগুলি চিনের দূরপাল্লার এইচকিউ-৯ নামের আকাশ থেকে আসা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার ব্যবস্থা (সার্ফেস-টু-এয়ার মিসাইল) লুকিয়ে রাখতে এবং সুরক্ষা দিতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-গোয়েন্দা সংস্থা অলসোর্স এনালাইসিস-এর গবেষকরা প্রথম এই নকশাটি খুঁজে পান। তারা আরও জানিয়েছেন যে, ঠিক এই রকম দেখতে আরেকটি ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, যা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে এবং ভারতের সদ্য তৈরি উন্নত ন্যোমা বিমানক্ষেত্রের ঠিক উল্টোদিকে অবস্থিত। মার্কিন মহাকাশ গোয়েন্দা সংস্থা ভ্যান্টর থেকে যে আলাদা স্যাটেলাইট ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতেও ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার সন্দেহজনক জায়গাগুলির উপর স্লাইডিং বা সরাবার মতো ছাদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি জায়গা দুটি করে গাড়ি রাখার মতো বড়। ২৯ সেপ্টেম্বরের ভ্যান্টর স্যাটেলাইট ছবিতে গার কাউন্টির অন্তত এমন একটি উৎক্ষেপণ স্থানের ছাদ খোলা দেখা গেছে, যার নিচে সম্ভবত ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার যন্ত্রগুলি রয়েছে। অলসোর্স অ্যানালাইসিস তাদের নোটে বলেছে, ঢাকা দেওয়া ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ জায়গাগুলির ছাদে ঢাকনা (হ্যাচ) রয়েছে, যা লঞ্চারগুলিকে লুকিয়ে রাখে এবং সুরক্ষিত রাখে। আর যখন ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার দরকার হয়, তখন ঢাকনা খুলে সেগুলোর মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করা যায়। এই পদ্ধতির ফলে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার গাড়ির উপস্থিতি বা সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করার সুযোগ কমে যায় এবং সম্ভাব্য হামলা থেকে সেগুলোকে রক্ষা করা যায়।

স্যাটেলাইট চিত্রে ধরা পড়ল ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার ঢাকা জায়গা

যদিও ভারত-তিব্বত সীমান্তে এই ধরনের সুরক্ষিত উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা নতুন, তবে এর আগেও দক্ষিণ চিন সাগরের বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলিতে চিনা সামরিকঘাঁটিতে একই ধরনের সুবিধা দেখা গেছে। প্যাংগং হ্রদের কাছে দ্বিতীয় ঘাঁটির নির্মাণ কাজ গত জুলাই মাসের শেষের দিকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন ভূ-স্থানিক গবেষক ড্যামিয়েন সাইমন, তবে সে-সময় ঢাকা দেওয়া ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ স্থানগুলির প্রকৃতি জানা ছিল না। অলসোর্স অ্যানালাইসিস বিশ্লেষকরা আরও জানিয়েছেন, এইচকিউ-৯ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে, সাম্প্রতিক উপগ্রহ চিত্র যে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়াবে, তাতে সন্দেহ নেই।

হেনস্থা করতেই মাদকাসক্ত পুত্রের অসত্য কথাকে গুরুত্ব

চণ্ডীগড় : পুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। মৃত পুত্রের একটি ভিডিও হাতিয়ার করে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধেও খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এবার সেই ঘটনা নিয়ে পালটা তোপ দেগেছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফা। তাঁর দাবি, পুত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালে পুলিশজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কংগ্রেসে যোগ দেন মুস্তাফা। তাঁর স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা মালেরকোটলার তিনবারের বিধায়ক। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালে পাঞ্জাবের মন্ত্রীও ছিলেন মুস্তাফার স্ত্রী। তাঁদের একমাত্র পুত্র আকিলের মৃত্যু হয় গত বৃহস্পতিবার। হরিয়ানার পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধারের পর তদন্তে নামে হরিয়ানা পুলিশ। তদন্তসূত্রে মৃত আকিলের একটি পুরনো ভিডিওবার্তা হাতিয়ার করে মুস্তাফা, তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা এনেছে বিজেপি শাসিত হরিয়ানার পুলিশ। এবার তার প্রেক্ষিতে তদন্তের অভিমুখ নিয়ে প্রশ্ন তুলে পালটা তোপ দেগেছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজি। প্রাক্তন ডিজি মুস্তাফার দাবি, তাঁর ছেলে মানসিকভাবে অসুস্থ ও মাদকাসক্ত ছিলেন। প্রায়শই এমন কথা বলতেন, যা কোনও বাবা সহ্য করবেন না। ছেলে ভিডিও তৈরি করতেন। তাতে বাড়ির মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতেন। তাঁদের চরিত্র নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারতেন না যে, তিনি কী করছেন বা কী বলছেন। মুস্তাফার অভিযোগ, এখন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে অনেকেই অনেক কথা বলছেন। তাঁদের মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মাদকাসক্ত পুত্রের বানানো ভিডিওকে হাতিয়ার করে যাঁরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এফআইআর দায়ের করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য ইঙ্গিত করছেন, আগামীদিনে তাঁরা কড়া শাস্তি পাবেন।

দাবি প্রাক্তন ডিজির

আজ মধুসূদন মঞ্চে সন্ধে সাড়ে ছ'টায় তৃপ্তি মিত্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে পঞ্চম বৈদিকের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান। মঞ্চস্থ হবে নাটক 'বলি'

হাতের মুঠোয় নাটক

কিছুদিন আগেই যাত্রা শুরু করেছে 'ওয়ান থিয়েটার' ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। এই অ্যাপ ডাউনলোড করে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩০০-র বেশি নাটক। ঘরে বসেই ধারণা পাওয়া যাচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

হাতের মুঠোয় নাট্যমঞ্চ। নাটক এখন মোবাইলে! কীভাবে? আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা সংরক্ষিত করা হচ্ছে 'ওয়ান থিয়েটার' ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এই অ্যাপ ডাউনলোড করে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৩০০-র বেশি নাটক। যা নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছে নাট্যমোদীদের মধ্যে। কিছুদিন আগেই যাত্রা শুরু করেছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি। গ্রাহকের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, এই অ্যাপ বাংলা থিয়েটার তথা বাংলাকে আবারও বিশ্বমানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করবে, বাংলার জেলা ও শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নাট্যদলগুলিকে এক মঞ্চে আনবে।

নাটকের পাশাপাশি থাকছে নাট্যব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার। আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ আর্কাইভ। সৌমিত্র-কন্যা নাট্য-নির্দেশক ও অভিনেত্রী পৌলমী চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ থিয়েটারের জন্য একটা পজিটিভ কিছু হচ্ছে। এই অ্যাপের সাহায্যে আমাদের কাজ আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই কারণেই পুরো ব্যাপারটা আমার বেশ ভাল লাগছে।

আপনার কী কী নাটক এখানে রয়েছে? তিনি জানালেন, আমার নিজের নির্দেশিত-অভিনীত তিনটি নাটক এখানে আছে। সেগুলো হল 'টাইপিস্ট', 'জন্মান্তর', 'চন্দনপুরের চোর'। সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত 'টিনের তলোয়ার' নাটকটিও এখানে আছে। আমি অভিনয় করেছি। আমার বাবার নির্দেশিত কিছু নাটকও এখানে আছে। সেগুলো হল 'আরোহণ', 'প্রাণতপস্যা', 'কুরবানী'। আগেই এই নাটকগুলোর ভিডিও রেকর্ডিং করা ছিল। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে কাজগুলো পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দর্শকেরা বুঝতে পারছেন এই সময় পশ্চিমবঙ্গে কীরকম নাটক হচ্ছে।

অভিনেতা-নির্দেশক গৌতম হালদারের কয়েকটি নাটক এখানে রয়েছে। সেগুলো হল 'মিতালী', 'মরমিয়া মন', 'দুসরা', 'শীত ও বসন্ত'। আসতে পারে আরও কয়েকটি নাটক। কথা হল তাঁর সঙ্গে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে তিনি জানালেন, থিয়েটার সবসময়ই লাইভ পারফরমেন্স, এটা আমরা জানি। এখন ডিজিটাল মাধ্যম সারা পৃথিবীতে দারুণ সক্রিয়। সবাই নানা বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটার আরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে গেলে ভালই হবে। যাঁরা দেখবেন তাঁরা একটা ধারণা পেতে পারেন। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ভাল লাগলে সেই নাটকটি কোনও প্রেক্ষাগৃহে দেখার আগ্রহ তৈরি হতে পারে। এমনও হতে পারে, কোনও থিয়েটার হয়তো পরবর্তী সময় আর মঞ্চস্থ হল না, সংরক্ষিত হলে এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নাটকটি দেখার সুযোগ মিলবে। কল্পনা করে নেওয়া যাবে, নাটকটা অন স্টেজ হলে কেমন হবে।

এটাকে কিন্তু সিনেমার বিকল্প মনে করেন না তিনি। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন, থিয়েটার থিয়েটারই। এর সংরক্ষণ খুবই কঠিন। থিয়েটার জন্মায়, আবার মারাও যায়। তাই আগের থিয়েটার এখন আমরা দেখতে পাই না। শুধুই অন্যদের কাছে শুনি, সেই থিয়েটার সম্পর্কে লেখা পড়ি। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের থিয়েটার সম্পর্কে জানতে পারবে।

'সোক্রাতেস', 'মনে জঙ্গলে'র মতো মঞ্চসফল নাটক দেখা যাচ্ছে এই ওটিটি প্লাটফর্মে। নাটকগুলোয় অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত। তাঁর সঙ্গে কথা হল। তিনি জানালেন, আমি মঞ্চ ছাড়াও অন্য মাধ্যমে থিয়েটার দেখেছি। সেগুলো অন্য ভাষার থিয়েটার। ম্যাক্স মুলারে কিছু কাজ দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। থিয়েটার একটা লাইভ পারফরমেন্স। কালের নিয়মে যখন বন্ধ হয়ে যায়, শেষ অভিনয় হয়ে যায়, তখন সেটা বেঁচে থাকে রেফারেন্সে, বইয়ে এবং বিভিন্নজনের স্মৃতিতে। কিন্তু কৌতূহল তো থাকেই।

তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্রকে মঞ্চে দেখার সুযোগ পাইনি। বিভিন্ন সময় বিখ্যাত প্রযোজনাগুলো ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, সেইসঙ্গে দেখতে ইচ্ছে করে সেইসব প্রযোজনাও, যেগুলো ততটা বিখ্যাত নয়, ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। কিন্তু দেখার কোনও সুযোগ নেই। কারণ নাটকগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। এখন এই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম সংরক্ষণের কথা ভেবেছে। সাধারণ দর্শকেরা তো বটেই, যাঁরা রিসার্চ করেন, তাঁরাও উপকৃত হবেন। বয়সের কারণে বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে অনেকেই প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে নাটক দেখতে পারেন না। দূরের অনেকেই পারেন না কলকাতায় এসে নাটক দেখতে। এই দর্শকদের কাছে অ্যাপটি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে আমার বিশ্বাস। অন্তত খানিকটা স্বাদ এনে দেবে বলা যেতে পারে। আমরা যাঁরা থিয়েটার ভালবাসি, তাঁদের কাছে এটা একটা দারুণ ব্যাপার।

অর্থাৎ, দৌড়াদৌড়ির দিন গিয়াছে। এখন হাতের মুঠোয় নাট্যমঞ্চ। মোবাইলে প্রায় ৩০০-র বেশি নাটক। চটপট অ্যাপ ডাউনলোড করে একে একে দেখে নিন বিভিন্ন নাট্যদলের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলো। ঘরে বসেই ধারণা পেয়ে যান সাম্প্রতিক বাংলা নাটক সম্পর্কে।

আর্কাইভে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটক

'টাইপিস্ট' নাটকের একটি দৃশ্য

'মিতালী' নাটকের একটি দৃশ্য

'মনে জঙ্গলে' নাটকের একটি দৃশ্য

মাঠে ময়দানে
25 October, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল মেয়েদের বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা বনাম পাকিস্তান ম্যাচ

উবের-যাত্রা

অ্যাডিলেড : অ্যাডিলেডের রাস্তায় উবেরে চাপলেন তিন ভারতীয় ক্রিকেটার যশস্বী জয়সোয়াল, প্রসিধ কৃষ্ণ ও ধ্রুব জুরেল। একসঙ্গে তিনজনকে গাড়িতে উঠতে দেখে প্রথমে বুঝতে পারেননি ড্রাইভার। পরে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তবে মাথা ঠান্ডা রেখে তিন ভারতীয় ক্রিকেটারকে তিনি গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছেন। ভিডিওটি পরে ভাইরাল হয়েছে। এই তিনজনের কেউ প্রথম দুই ম্যাচে সুযোগ পাননি। একসময় এঁরা একসঙ্গে রাজস্থান রয়্যালসে খেলেছেন।

ট্রফি উধাও

নয়াদিল্লি : ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। কিন্তু এখনও ট্রফি হাতে পাননি সূর্যকুমার যাদবরা। এতদিন ট্রফি দুবাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের অফিসে ছিল বলে জানা ছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি দল দুবাইয়ে গিয়ে ট্রফির খোঁজ করে জানতে পারে ট্রফি সেখানে নেই। চেলে গিয়েছে আবুধাবির অন্য ঠিকানায়। পিসিবি কর্তা মহসিন নকভি এসিসিরও দায়িত্বে আছেন। ট্রফি জিতে তাঁর হাত থেকে সেটি নিতে চাননি সূর্যরা। কিন্তু নকভি জেদ ধরে আছেন যে সূর্যকে এসিসি অফিসে এসে ট্রফি নিয়ে যেতে হবে।

পাশে সানি

মুম্বই : নির্বাচকরা হয়তো সরফরাজ খানের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়েছেন, কেন তাঁকে এ দলে নেওয়া যায়নি। বললেন সুনীল গাভাসকর। তিনি জানাচ্ছেন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত বছর বাকিরা যেখানে রান পায়নি, সেখানে সরফরাজ সেঞ্চুরি করেছিল। ও বড় রান করার ক্ষমতা রাখে। ও সেভাবে সুযোগ পায়নি। কিন্তু সবাই সরফরাজকে রান করতে দেখেছে। আশা করি নির্বাচক কমিটি ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। বোর্ডের একটি সূত্র আগেই জানিয়েছে চোট থেকে ফিরে সরফরাজ মোটে একটি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছে। ছ'টি টেস্টে সরফরাজ ৩৭১ রান করেছে।

কুলদীপকে বসিয়ে রেখে ভুল হচ্ছে, তোপ অশ্বিনের

চেন্নাই, ২৪ অক্টোবর : এশিয়া কাপে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন। অথচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচেই বাদ কুলদীপ যাদব! ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এই স্ট্র্যাটেজির কড়া সমালোচনা করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বিশেষ করে, অ্যাডিলেডে কুলদীপকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত তো কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না টেস্টে পাঁচশোর বেশি উইকেট শিকার করা প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, অক্ষর প্যাটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর দু'জনেই উইকেট পেয়েছে। তাই ওদেরকে খাটো করছি না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল উইকেট তোলা। অ্যাডাম জাম্পাকে দেখুন। চার উইকেট নিয়েছে। অথচ কুলদীপ যাদবকে ভারত বসিয়ে রাখল? তাঁর সংযোজন, এই অস্ট্রেলিয়া দলের অধিকাংশ ব্যাটাররা কুলদীপকে আগে খেলেনি। কুপার কনোলি অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচ জেতাল। ও আগে কখনও কুলদীপকে খেলেনি। মিচেল ওয়েনের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ম্যাথু শর্ট হয়তো একটা বা দুটো ম্যাচ কুলদীপের মুখোমুখি হয়েছে। অ্যালেক্স ক্যারি অতীতে কুলদীপকে খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে।

অশ্বিনের বক্তব্য, এই সিরিজে কুলদীপ আমাদের তুরুপের তাস হতে পারত। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজিতে সেটা হল না। এই অস্ট্রেলিয়া দলের অধিকাংশ ব্যাটারই কুলদীপকে খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ত। এটা জোর দিয়ে বলতে পারি। অ্যাডিলেডে তো কুলদীপকে খেলতে না দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। ও খেললে ভারত অ্যাডিলেডে জিতত বলেই মনে করি।

আজ কি মাঠে বল হাতে দেখা যাবে কুলদীপকে।

ভারতে বিশ্বকাপ বয়কট পাকিস্তানের

জুনিয়র হকি

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর : এশিয়া কাপের পর ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকেও নাম তুলে নিল পাকিস্তান। ২৮ নভেম্বর থেকে চেন্নাই এবং মাদুরাইয়ে বসতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর। ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা। তাতে অংশগ্রহণ করবে না পাকিস্তানের জুনিয়র দল। শুক্রবার আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, পাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। পরিবর্ত দলের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। এদিকে শুক্রবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তির্কে জানিয়েছেন, এই খবর এখনও পর্যন্ত তাঁরা পাননি। ২৪ দলের জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাসও হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান ছিল ভারতের গ্রুপে। বাকি দুই দল চিলি এবং সুইজারল্যান্ড। পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট রানা মুজাহিদ জানিয়েছেন, পাক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার এবং পাকিস্তান স্পোর্টস বোর্ডের পরামর্শ চেয়েছিলাম আমরা। তারা জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। নিরাপত্তার কারণে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানানো হয়েছে।

মায়ামিতে কেরিয়ার শেষের ইঙ্গিত মেসির

মায়ামি, ২৪ অক্টোবর : জল্পনায় ইতি টেনে ইন্টার মায়ামির নতুন চুক্তিতে সই করেছেন লিওনেল মেসি। ২০২৮ সাল পর্যন্ত মায়ামির জার্সিতে দেখা যাবে তাঁকে। আর নতুন চুক্তিতে সই করেই মেসি যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে ইঙ্গিত রয়েছে মার্কিন ক্লাবেই কেরিয়ার শেষ করার।

নতুন চুক্তিতে সই মেসির।

মেসির বক্তব্য, ইন্টার মায়ামিতে থাকতে পেরে আমি খুশি। এটা ভেবেই উত্তেজিত যে, অবশেষে মায়ামি ফ্রিডম পার্কের নতুন স্টেডিয়ামে খেলতে পারব। আমরা এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে এই শহর এবং ক্লাবকে নিজের ঘর বলেই মনে হয়। নতুন চুক্তিতে সই করে আমি সত্যিই আনন্দিত।

প্রসঙ্গত, ২০২৮ সালে মেসির বয়স হবে ৪১। ওই বয়সে নতুন কোনও ক্লাবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই মেসি ইন্টার মায়ামির জার্সি গায়েই ফুটবলকে বিদায় জানাবেন বলে মনে করছে ফুটবল মহলও।

জকোভিচকে টপকে যাবে আলকারেজ, দাবি সেরেনার

নিউ ইয়র্ক, ২৪ অক্টোবর : পুরুষদের টেনিসে নোভাক জকোভিচের ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন কার্লোস আলকারেজ। এমনটাই দাবি সেরেনা উইলিয়ামসের। মেয়েদের টেনিসে ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সেরেনার বক্তব্য, নোভাক অসাধারণ খেলোয়াড়। সত্যিকারের কিংবদন্তি। তবে নোভাকের রেকর্ড টপকে যেতে পারে আলকারেজ। আমি ওর বিরাট বড় ভক্ত। ওর খেলা থাকলেই ফোন করে উৎসাহ দিয়ে থাকি। ওর জন্য গলা ফাটাই। প্রসঙ্গত, মাত্র ২২ বছর বয়সেই ৬টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতে ফেলেছেন আলকারেজ। সেরেনার বক্তব্য, রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। রজার (ফেডেরার) যখন খেলা শুরু করেছিল, তখন কি কেউ ভেবেছিল, একদিন ও পিট সাম্প্রাসের রেকর্ড ভেঙে দেবে? এরপর রজারের গড়া রেকর্ড টপকে গেল রাফা (রাফায়েল নাদাল)। রাফার রেকর্ড আবার ভেঙেছে নোভাক। আলকারেজ যদি শারীরিক সক্ষমতা এবং ফর্ম দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে। তাহলে আমার বিশ্বাস ও নোভাকের রেকর্ড ভেঙে দেবে।

তিন বছর বয়সে বাবার ক্লাসে প্রতিকার হাতেখড়ি

নবি মুম্বই, ২৪ অক্টোবর : গত বছর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক হয়েছিল প্রতিকা রাওয়ালের। বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একটি সেঞ্চুরি ও সাতটি হাফ সেঞ্চুরি ছিল দিল্লির ২৫ বছরের মেয়েটির নামের পাশে। এক ক্যালেন্ডার বছরেই ৫০-এর উপর গড়ে হাজারের উপর রান করে ওয়ান ডে-তে নজির গড়েছেন প্রতিকা। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রীর রানের খিদে চমকে দিচ্ছে ক্রিকেট দুনিয়াকে। মেয়েদের বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের মরণ-বাঁচন ম্যাচে স্মৃতি মান্ধানার সেঞ্চুরির পাশে প্রতিকার ১২২ রানের ইনিংসও ছিল অমূল্য। ম্যাচ জেতানো ২১২ রানের ওপেনিং জুটিই ভারতের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। ম্যাচের পর মেয়ের উদ্দেশে বাবা প্রদীপ রাওয়ালের বার্তা, আরও সেঞ্চুরি চাই।

প্রতিকার বাবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে খেলেছেন। কিন্তু স্বপ্নপূরণ হয়নি পরিবার পাশে না থাকায়। পরে আম্পায়ারিংয়ে আসেন। ডিডিসিএ-র লেভেল টু আম্পায়ার তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, প্রথম সন্তানকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলবেন। তাঁর মতো মেয়েকে কোনও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়তে দেবেন না। বিশ্বকাপে প্রতিকার প্রথম সেঞ্চুরি দেখে আপ্লুত বাবা। স্মৃতির স্মরণিতে হেঁটে প্রদীপ রাওয়াল বলছিলেন, প্রতিকার যখন ৩ বছর বয়স, তখনই ওর মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলাম। ঠিক করি, শুরুতে ওকে ক্রিকেটের তালিম আমিই দেব। মেয়েকে ট্রেনিং করাই। আমি যে ম্যাচে আম্পায়ারিং করতাম সেখানে নিয়ে যেতাম। দেশের হয়ে বিশ্বকাপে ওকে সেঞ্চুরি করতে দেখে আমি গর্বিত। প্রতিকাকে বলেছি, আরও সেঞ্চুরি চাই তোমার কাছে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি করে প্রতিকা বলেছেন, টানা তিন হারের পরও নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। আমাদের দলে অসাধারণ খেলোয়াড়রা থাকায় যে কোনও ম্যাচ জিততে পারি। এর জন্য সবাই কঠোর পরিশ্রম করি। প্রতিটি ইনিংসের পিছনে মানসিক প্রস্তুতিও থাকে। যেভাবে এগোচ্ছি তাতে আমি খুশি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

25 October, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৫ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

এশিয়া কাপ ফাইনালে আমরা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ট্রফির দেখা পাইনি : তিলক ভার্মা

সৌরভের মুখে প্রথম পুরস্কার, লিয়েন্ডারের হৃদয়ে কলকাতা

ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বর্ষসেরা অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত সেরা কোচ কিবুও

তিন জীবনকৃতী সম্মান প্রাপক সৌরভ, লিয়েন্ডার ও দিলীপ তিরকে। পিছনে মন্ত্রী সুজিত বসু। ডানদিকে কিবু, সৌরভ ও অন্যেরা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : শুক্রবার রাজারহাটের শান্তিবনে এক মঞ্চে এমন দু'জনকে দেখা গেল যাঁরা এই শহরের জলহাওয়া গায়ে মেখে বড় হয়েছেন। দুনিয়া জয় করেছেন। বয়সেও দু'জনে প্রায় সমান-সমান। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যখন ক্রিকেট মাঠে ঝড় তুলছেন, তখন টেনিস কোর্টে সার্ভ-ভলিতে একইভাবে দাপট দেখাচ্ছেন লিয়েন্ডার পেজ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের পক্ষ থেকে এই দুজনের সঙ্গে জীবনকৃতী সম্মান পেলেন দিলীপ তিরকেও। প্রাক্তন হকি তারকা বর্তমানে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট। তবে দিলীপ বলে দিলেন, তিনিও কয়েক বছর সল্টলেক সাই-তে ছিলেন। তাই জানেন কলকাতার খেলাধুলার পরিবেশ কত ভাল। আর এখানকার মানুষজনও খেলাকে কত ভালবাসে।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেলেন বর্ষসেরারা। সেরা কোচ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কিবু ভিকুনা। সেরা ক্রিকেটার আকাশ দীপ। কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিলেন প্রায় একসঙ্গে ময়দানের সবুজ ঘাসে পা ফেলা দুই বন্ধুসম মহাতারকা। লিয়েন্ডার এখন মুম্বইতে থাকেন। কিন্তু না বলে পারলেন না, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার মন পড়ে থাকে কলকাতায়। আমার টেনিস খেলোয়াড় হওয়ার পিছনে অনুপ্রেরণা ছিলেন বাবা। তাঁর থেকে অনেক শিখেছি। মাত্র ক'দিন আগে ভেস পেজ প্রয়াত হন। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান মোহনবাগান মাঠে ফুটবল খেলতে নিয়ে যেতেন লিয়েন্ডারকে।

সৌরভ বলছিলেন এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুব ভাল লাগছে। ১৭ বছর বয়সে প্রথমবার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব থেকে পুরস্কার পেয়েছিলাম। যারা পুরস্কার পেল তাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। এই পুরস্কার হল বছরভর পরিশ্রমের ফল। কিন্তু এক পুরস্কারেই থেমে থাকলে হবে না। সাংবাদিক-খেলোয়াড়ের সম্পর্ক অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর মতো। আমি বলছি পরের বছর এই অনুষ্ঠান সিএবিতে করুন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসুও।

চার ফাস্ট বোলার নিয়ে নামছে বাংলা

অনুষ্টুপের সঙ্গে অভিমন্যু। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : গুজরাতের বিরুদ্ধে চার ফাস্ট বোলার নিয়ে মাঠে নামা মোটামুটি নিশ্চিত বাংলার। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বললেন, ভাল উইকেট। মনে হচ্ছে ক্যারি আছে। ফাস্ট বোলাররা এই উইকেট উপভোগ করবে। ফলে প্রথম একাদশে মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, ইশান পোড়েল ও সূরজ সিন্ধ জোয়সোয়াল, চার ফাস্ট বোলারকেই দেখা যাবে। অভিমন্যু ঈশ্বরণের সংযোজন, চার ফাস্ট বোলার নিয়ে নামা আমাদের সুখের মাথাব্যাথা। দেখতে হবে বল কেমন যায়।

শামি প্রথম ম্যাচে ৩৯.৩ ওভার বল করে ৭ উইকেট নিয়েছেন। হন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। নির্বাচকদের জন্য এটা সপাট জবাব। অজিত আগারকর বলেছিলেন শামিকে নিয়ে খুব বেশি তথ্য ন্‌ই তাঁদের কাছে। জবাবে শামি জানান, তাঁর কাজ মাঠে নেমে পারফর্ম করা। তিনি সেটা করেছেন। বাকিটা নির্বাচকদের বিষয়। গুজরাট ম্যাচে উইকেট যদি সাহায্য করে তাহলে শামির জন্য ভাল। এ দলে ডাক না পেলেও সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ রয়েছে।

অধিনায়ক অভিমন্যু, আকাশের দিকেও নির্বাচকদের নজর থাকবে। দু'জনেই দ্বিতীয় এ ম্যাচে ডাক পেয়েছেন। অভিমন্যু বলেছেন শামি আমাদের অনুপ্রেরণা। আগের ম্যাচে কী বল করেছে সেটা দেখেছি। এও জানি ও কি করতে পারে। বিপক্ষের রবি বিষ্ণোই আবার বলে গেলেন, যে দলে শামি, অভিমন্যু ও আকাশের মতো প্লেয়ার রয়েছে তাদের সিরিয়াসলি নিতেই হবে। আমরা ওদের সম্মান জানাই। কিন্তু নিজেদের লড়াই জারি থাকবে।

গুজরাত গতবার রঞ্জি সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছে। আর প্রথম ম্যাচে তারা অসমের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট নিয়ে এসেছে। তরুণ দল। প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল, অভিষেক দেশাই, অধিনায়ক মান্নান হিঙ্গরাজিয়া, জেমিত প্যাটেল, উর্ভিল প্যাটেল, আর্য দেশাই ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ। আর্য আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন। পেস আক্রমণে নাগেসওয়ালা ছাড়া অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। আর বল ঘুরলে বিষ্ণোই আছেন।

অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদ চোট সারিয়ে দলে ফেরায় অভিমন্যুদের শক্তি বেড়েছে। এতে বিশাল ভাটিকে বসতে হবে। ব্যাটিংয়ে প্রথম ম্যাচে অভিমন্যু, সুদীপ, সুমন্ত রান পেয়েছেন। এবার বড় রান চাই অভিষেক, অনুষ্টুপের ব্যাটে। তবে রঞ্জির দ্বিতীয় রাউন্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আশঙ্কা শুধু এটাই।

আজ বিদেশিহীন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুপার কাপ শুরু দুই প্রধানের

বিতর্ক ভুলে নামছে ইস্টবেঙ্গল

অস্কারের অস্ত্র হিরোশি।

প্রতিবেদন : শিল্ড ফাইনালে ডার্বি হারের পর বিতর্কের ঝড়ে বেসামাল হয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। গোয়ায় পৌঁছে কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে সংঘাতে দল ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসেন গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দী। এর সঙ্গে যোগ হয় মাঠ সমস্যা। শেষে নিজেদের ভাড়া করা মাঠে দু'দিন অনুশীলন করে শনিবার গোয়ার বাম্বোলিমে সুপার কাপে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। যাবতীয় বিতর্ক, সমস্যা দূরে সরিয়েই নতুন মিশনে নামছে অস্কারবাহিনী। রশিদদের প্রতিপক্ষ ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। ম্যাচ বিকেল সাড়ে চারটেয়। সরাসরি সম্প্রচার ভারতীয় ফুটবলের ইউটিউব চ্যানেলে।

দীর্ঘ দশ বছর পর ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতায় ফিরছে আই লিগের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দল ডেম্পো। সমীর নায়েকের অধীনে গোয়ার দলটি ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েই সুপার কাপে নিজেদের প্রমাণ করতে মরিয়া। ইস্টবেঙ্গল ছয় বিদেশি-সহ পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই খেলবে। ম্যাচের আগের দিন অস্কার বলেন, সুপার কাপ জিতলে এএফসি প্রতিযোগিতায় সরাসরি খেলা যায়। ইস্টবেঙ্গল যে ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাব, সেটা আমরা প্রমাণ করতে চাই। সুপার কাপে সব ম্যাচ সমান গুরুত্বপূর্ণ। গতবার আমরা ভাল ফল করিনি। এবার সমর্থকদের জন্য ভাল কিছু করতে চাই।

সুপার কাপে প্রথম ম্যাচে দেবজিত মজুমদারকে খেলাতে চেয়েছিলেন অস্কার। তিনি বলেন, ডেম্পোর বিরুদ্ধে দেবজিতকে খেলাব ভেবেছিলাম। কিন্তু অনুশীলনে ও চোট পয়েছে। ম্যাচের দিন ঠিক করব, কাকে খেলাব। গোয়ায় স্পোর্টিংয়ের কোচ থাকাকালীন স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ অস্কারের। সুন্দর স্মৃতি নিয়েই ফিরতে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ।

চেন্নাইয়িনকে সমীহ মোলিনার

গোয়ার মাঠে প্রস্তুতি জেমিদের।

প্রতিবেদন : দিন পাঁচেক আগেই আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। এবার লক্ষ্য সুপার কাপ। গত কয়েক বছরে এটাই একমাত্র ট্রফি, যা এখনও জিততে পারেনি শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। এবার সুপার কাপ ছুঁয়ে দেখার জন্য প্রস্তুত মনবীর সিং, দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। শিল্ড জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়েই শনিবার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মোহনবাগান। ম্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সরাসরি সম্প্রচার জিও হটস্টার এবং ভারতীয় ফুটবলের ইউটিউব চ্যানেলে।

চেন্নাইয়িন দলে কোনও বিদেশি নেই। কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। ভারতীয় ব্রিগেড নিয়ে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জ ক্লিফোর্ডের। মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনার গলায় চেন্নাইয়িন নিয়ে সমীহের সুর। ম্যাচের আগের দিন তিনি বলেন, চেন্নাইয়িন প্রতিপক্ষ হিসেবে যথেষ্ট কঠিন হবে। ওদের সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি। ওরা চলতি মরশুমে এখনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেনি। বিদেশি নেই। তবে বেশ কিছু ভাল ফুটবলার রয়েছে দলে। আমাদের জিততে হলে সেরাটা দিতে হবে।

বছর দুয়েক আগে মোহনবাগানের সহকারী কোচ থাকায় মোলিনার এই দলের অনেক ফুটবলারকেই চেনেন ক্লিফোর্ড। এটা কি বাড়তি সুবিধা চেন্নাইয়িনের? মোলিনা বলেন, আমি জানি না। কারা সুবিধা পাবে, কারা পাবে না, সেটা মাঠে দেখা যাবে। আমি নিজের খেলোয়াড়দের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। শিল্ড জিতলেও সব বিভাগেই উন্নতি চান মোহনবাগান কোচ। চেন্নাইয়িনে রয়েছেন মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রীতম কোটাল এবং রাজ বাসফোরের মতো বাঙালি তরুণ। মোলিনার দলের পথের কাঁটা হতেই পারেন প্রীতমরা।

মাঠে ময়দানে
25 October, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়ের দিব্যি কাটো। প্রাক্তন স্ত্রীকে ৪ কোটির খোরপোশ নিয়ে খোঁচা দিয়েও পরে পোস্ট সরিয়ে নিলেন চাহাল

নিয়মরক্ষার ম্যাচে বিরাটেই নজর

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : সিডনি ম্যাচের হার-জিতে সিরিজের ছবি বদলাবে না। ভারত তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ আগেই হেরেছে। কিন্তু শনিবারের ম্যাচ নিয়ে তবু কৌতূহল রয়েছে। সবাই রোহিত-বিরাটকে এই মাঠে শেষবার দেখতে চায়।

অ্যাডিলেডে বিরাট আউট হওয়ার পর দর্শকদের দিকে গ্লাভস তুলে বিদায় বার্তা দিয়েছেন। এটা অবশ্য শুধু প্রিয় অ্যাডিলেডে খেলবেন না বলে। না হলে তাঁর সামনে এখনও অনেক ম্যাচ। অন্তত ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। সুনীল গাভাসকর নিশ্চিত বিরাট দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে খেলবেন। কারণ বিরাট ফাইটার। তিনি শুধু খেলবেন না, রানও করবেন। দাবি তাঁর।

সিডনিতে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও কয়েকটা জিনিস দেখার আছে। রোহিতের পর বিরাটও এখানে রান পেয়ে যান কি না। আর শেষমেশ কুলদীপকে খেলানো হয় কি না। রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেছেন, ভারতীয় বোলিংকে খুব সাধারণ মনে হয়েছে। এই উইকেটে জাম্পা ৪ উইকেট নিল কীভাবে? কারণ জাম্পা বল ঘুরিয়েছে। এই কনোলি, ওয়েনরা কখনও কুলদীপকে খেলেনি। ওকে বসিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কুলদীপের সামনে নতুনরা যেই পড়েছে সেই কিন্তু ভুগেছে। অজিরাও ভুগত।

দ্বিতীয় ম্যাচে ভারত হেরেছে বোলিং ব্যর্থতায়। না হলে এখানকার বড় মাঠে ২৬৪ রান বেশ ভাল স্কোর। অস্ট্রেলিয়া বারদুয়েক চাপে পড়েছিল। কিন্তু সেই চাপ তারা কেটে বেরিয়ে এসেছে। কারণ, ভারতীয় বোলিংয়ে ভেদশক্তি ছিল না। ঠিক এখানেই কুলদীপকে দরকার ছিল। যিনি হাওয়ায় বল রেখে ঝুঁকি নিতে পারতেন। তখন সেটা দরকার ছিল। না হলে ভারতীয় বোলিং দেখে মনে হয়নি অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলা যাবে।

এশিয়া কাপে প্রচুর ক্যাচ ফেলার পর বৃহস্পতিবারের ম্যাচেও মোক্ষম সময় দুটো ক্যাচ পড়েছে। বলতে হচ্ছে ওই ক্যাচ দুটো বড্ড দামি হয়ে গেল। অধিনায়ক শুভমন খেলার পর ক্যাচ ফেলার কথা বলেছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠবে না কেন যে, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ কী করছেন? রোহিত রান পেয়েছেন। শ্রেয়স রান করেছেন। অক্ষরও ৪৪ করে যান। সবমিলিয়ে লড়ার রান তাঁরা বোর্ডে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্বল বোলিং আর ফিল্ডিং সেসব জলে ফেলে দিয়েছে। আধুনিক ক্রিকেটে ফিল্ডিংকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেটাই ডুবিয়েছে শুভমনের এই দলকে।

বিশ্বকাপের আগে এখন সব ম্যাচই স্টেজ রিহার্সাল। রোহিত-বিরাট খেলবেন ধরে নিয়েই বিশ্বকাপের নকশা তৈরি করতে হবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এই সেদিন পর্যন্ত এই টিম ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন রোহিত। তার আগে বিরাটও। আর এখন তাঁরা টিম ম্যানেজমেন্টের মুখাপেক্ষী। এটাই ক্রিকেট। বলা হয় শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত এই খেলাটার কিছুই বোঝা যায় না।

প্যাট কামিন্স নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জুনিয়ররা দারুণভাবে তাঁর জায়গা সামাল দিয়েছেন। কনোলি নতুন ছেলে। চাপ সামলে দলকে জয়ের দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। বার্টলেট আরেকজন নতুন। সবে দ্বিতীয় ম্যাচ খেললেন। আর তাতেই তিন উইকেট নিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। টি-২০ সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়া দলে অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ফিরে এসেছেন। নেওয়া হয়েছে মালি বেয়ার্ডম্যানকে। এছাড়া লাবুশেন, হ্যাজলউড ও সিন অ্যাবটকে শেফিল্ড শিল্ড খেলতে বলা হয়েছে অ্যাসেজের প্রস্তুতিতে।

শেষ ম্যাচের জন্য সিডনিতে পৌঁছোলেন বিরাট ও রোহিত। শুক্রবার।

অনেকে ভেবেছিল আজই শেষ ম্যাচ

ভাইরাল ভিডিওতে রোহিতকে গম্ভীর

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : সিডনিতে শেষ ম্যাচেও নজর দুই মহাতারকার দিকে। কিন্তু এরমধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। গৌতম গম্ভীরকে কিছু কথা বলতে শোনা যায় রোহিত শর্মাকে। তবে এই ভিডিওর কোনও সত্যতা যাচাই হয়নি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ক্লিপটি ঘোরাঘুরি করছে তাতে কোচ গম্ভীরকে রোহিতের উদ্দেশে বলতে শোনা গিয়েছে, রোহিত, সবকো লাগ রহা থা কি আজ ফেয়ারওয়েল ম্যাচ থা, এক ফটো তো লাগা দো। অর্থাৎ রোহিত, সবার মনে হচ্ছিল আজ ফেয়ারওয়েল ম্যাচ ছিল। একটা ছবি তো লাগিয়ে দাও।

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পারথে ৮ রান করে আউট হয়ে গিয়েছিলেন রোহিত। কিন্তু অ্যাডিলেডে তিনি স্বমহিমায় ফিরে ৭৩ রান করেন। শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে ১০০ রান যোগ করেছেন। ভারত এরপরও ম্যাচ হেরেছে। সিরিজ হাতছাড়া করেছে। কিন্তু হিটম্যান রান পাওয়ায় রোহিতের ভক্তরা খুশি হয়েছেন। এই ভিডিও দলের মধ্যে হাল্কা মেজাজকেই তুলে ধরেছে বলে অনেকে মনে করছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যে প্রচণ্ড চাপ, তার থেকে কিছুটা রেহাই মেলে এরকম ঘটনায়। তবে এর আরেকটি দিকও নজরে আসছে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক নেতৃত্ব হারানোর পর বেশ চাপে রয়েছেন। এই রান তাঁকে কিছুটা রেহাই দিয়েছে।

বিরাটকে এবার রানে ফিরতে হবে : শাস্ত্রী

সিডনি, ২৪ অক্টোবর : পারথের পর অ্যাডিলেড। টানা দু'টি একদিনের ম্যাচে শূন্য! দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেও, এখনও রানের খাতা খুলতে পারেননি বিরাট কোহলি। পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে এই প্রথম পরপর দুটো ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন বিরাট।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর বক্তব্য, বিরাটকে দ্রুত ফর্মে ফিরতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটাই তীব্র যে, কেউই রিল্যাক্স করার মতো জায়গায় নেই। সেটা বিরাট হোক বা রোহিত কিংবা অন্য কেউ। দলে ঢোকার জন্য অনেকেই লড়ছে। ফলে জায়গা ধরে রাখা খুব কঠিন। শাস্ত্রী আরও বলেছেন, অ্যাডিলেডে বিরাট সুযোগ হাতছাড়া করেছে। ওর ফুটওয়ার্ক কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সাধারণত এটা হয় না। একদিনের ক্রিকেটে বিরাটের রেকর্ড অবিশ্বাস্য। ফলে পরপর দুটো শূন্য করার জন্য বিরাট নিজেও হতাশ হবে।

এদিকে, বুধবার জেভিয়ার বার্টলেটের বলে আউট হয়ে বিরাট যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছেন, তখন দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছিলেন। সেই সময় পাল্টা গ্লাভস তুলে বিদায় জানাতে দেখা গিয়েছিল কিং কোহলিকে। অনেকেই মনে করছেন, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শনিবারই সিডনিতে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন বিরাট। এমনকী, এটাই তাঁর কেরিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে পারে। যদিও সেই সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিচ্ছেন সুনীল গাভাসকর। কোনও রাখঢাক না করেই তিনি বলছেন, বিরাটের মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। ওর কেরিয়ারের দিকে দেখুন। একদিনের ফরম্যাটে ১৪ হাজারের বেশি রান করেছে। সেঞ্চুরি করেছে ৫১টি! যে ক্রিকেটার হাজার হাজার রান করেছে, একটা বা দুটো ব্যর্থতা তো তার প্রাপ্য। কেন ও অবসর নিতে যাবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সিডনিতেই বিরাটের ব্যাটে আমরা রান দেখতে পাব।

গাভাসকরের সংযোজন, বিরাট এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার ছেলে নয়। দুটো ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়েছে বলেই অবসর নিতে হবে! বিরাট প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় যেটা করেছে, সেটা হল দর্শকদের অভিবাদনের পাল্টা সৌজন্য। এটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।

অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছলেন সূর্যরা

টি-২০ সিরিজ শুরু বুধবার

অস্ট্রেলিয়াতে তিলক, বুমরা, সূর্য ও শিবম।

ক্যানবেরা, ২৪ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে দুই দফায় অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদবরা। সদ্য এশিয়া কাপজয়ী দল কার্যত অপরিবর্তিত রেখেই খেলতে এসেছে টিম ইন্ডিয়া। আগামী বুধবার ক্যানবেরায় টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচ মেলবোর্নে, ৩১ অক্টোবর। তৃতীয় ম্যাচ ২ নভেম্বর, হোবার্টে। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ৬ এবং ৮ নভেম্বর। যথাক্রমে গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনে।

শনিবার একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলেই সিডনি থেকে ক্যানবেরাতে চলে আসবেন শুভমন গিল-সহ টি-২০ স্কোয়াডে থাকা বাকি ক্রিকেটাররা। বাকিরা উড়ে যাবেন দেশে। একদিনের সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর, টি-২০ সিরিজ জেতাই এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ সূর্যকুমারদের। একদিনের সিরিজে জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবশ্য টি-২০ সিরিজে খেলবেন। ফলে ভারতীয় বোলিংয়ের শক্তিও বাড়বে। তাছাড়া আলাদা করে নজর থাকবে অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মাদের দিকে। দুই তরুণ তুর্কিই এশিয়া কাপে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি পিচে সেই ফর্ম অভিষেক-তিলকরা বজায় রাখতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার।

আলাদা করে নজর থাকবে সূর্যকুমারের দিকেও। তাঁর নেতৃত্বে দল এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও, সূর্য ব্যাট হাতে একেবারেই ফর্মে ছিলেন না। এদিকে, অস্ট্রেলিয়া শুক্রবারই জানিয়েছে, কব্জির চোট সারিয়ে ফিট গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তিনি সিরিজের শেষ তিন ম্যাচে খেলবেন।

জগৎকে ধারণ করেন যিনি

জগতের ধাত্রী যিনি সেই জগদ্ধাত্রী। দেবী পার্বতী এবং মা দুর্গার আর এক রূপ মা জগদ্ধাত্রী। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে পুজো হয় তাঁর। এই বঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিখ্যাত নানা নামে, নানা রূপে। সেই সব জনপ্রিয় জগদ্ধাত্রীদের কথা লিখলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

রাজসিক দেবী দুর্গা, তামসিক মহাকালীর পরেই সত্ত্বগুণের অধিকারিণী দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হয়। তিনি হলেন দেবী পার্বতীর বা মা দুর্গার আর এক রূপ। ত্রিগুণের আধার। জগৎকে ধারণ করেন। দেব, দত্যি, দানব তাঁর অধীনস্থ। পুরাণ অনুযায়ী, যখন স্বর্গ অসুরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হল, মহিষাসুর থেকে শুরু করে সমস্ত অসুররা পরাস্ত হল এবং বিজয়ী হলেন দেবতারা তখন অগ্নি, পবন, বরুণ ও চন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ আত্ম-অহঙ্কারে ভুগতে শুরু করলেন। এমন অবস্থায় দেবতাদের দর্পচূর্ণ করতে দেবী জগদ্ধাত্রীর আর্বিভাব। সেখানে হস্তীকে অহঙ্কারের স্বরূপ ধরা হয়। তাঁকেই বধ করেন দেবী।

অপর একটি মত অনুসারে, ত্রেতা যুগের শুরুতে করীন্দ্রাসুর নামে এক হস্তীরূপী অসুরকে বধের জন্য দুর্গার মতোই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেবের শক্তি থেকে সিংহবাহিনী, চতুর্ভুজা এই দেবীর জন্ম!

পুরাণে তাঁর বর্ণনাটি ভারি সুন্দর। দেবী সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়। নানা অলঙ্কারে ভূষিত। তিনি চতুর্ভুজা, দুই বাম হাতে শঙ্খ ও ধনুক, এবং দুই ডান হাতে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারণ করে রয়েছেন। তিনি নাগ-উপবীত ধারণ করেন। দেবী রক্তবস্ত্র পরিধান করেন এবং উষার মতো তাঁর তনু। ষষ্ঠ শতকের গ্রন্থ শ্রীশ্রী চণ্ডীতে জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ আছে, সেখানে স্তবে তিনি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী বলে পূজিত। জগদ্ধাত্রী সম্ভবত প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মে পূজিত ছিলেন। শাস্ত্রমতে, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে হয় জগদ্ধাত্রী পুজো! বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলনের নেপথ্যে রয়েছে অনেক কাহিনি। আর এই বঙ্গে রয়েছেন হেভিওয়েট মা জগদ্ধাত্রীরা। যাঁরা ঐতিহ্যে, আভিজাত্যে, মহিমায় মহিমান্বিত।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী

জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে চন্দননগর চন্দননগর করে মাতামাতি থাকলেও এই পুজোর শুরু হয়েছিল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে। ১৭৫৪ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এক বিশাল অঙ্কের কর জমা করতে ব্যর্থ হলে নবাব আলিবর্দি খাঁ তাঁকে কারাগারে বন্দি করেন। তখন ছাড়া পেলেও পরবর্তী সময়ে ১৭৬৪ সালে মিরকাশিম একই কারণে তাঁকে এবং তাঁর পুত্রকে আবার মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করেন। এরপর কারাগার থেকে মুক্তির পেয়ে রাজা জলপথে ফেরার সময় দেখলেন পুজো শেষ। মা রাজরাজেশ্বরী তখন বিসর্জনমুখী। মায়ের মুখ দেখতে না পাওয়ায় রাজা খুব কষ্ট পান। সেই রাতেই রাজা স্বপ্নাদেশ পান এবং দেখেন এক অপরূপ সুন্দরী কিশোরী মূর্তি যে রাজাকে বলে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে ‘সপ্তমী’, ‘অষ্টমী’, ‘নবমী’ তিথির সন্ধিক্ষণে তাঁর পুজো করতে। তাহলেই মহারাজের মা রাজরাজেশ্বরীর পুজো দেওয়ার সাধ পূরণ হবে। স্বপ্নে দেবী আরও জানান, পরের মাসেই তিনি রাজবাড়িতে অধিষ্ঠিত হবেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিষয়টি তাঁর বাবার সঙ্গে আলোচনা করার পর কিছুদিন বাদে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। হরিপুরেই তখন তর্কচূড়ামণি নামে এক ঋষি ছিলেন, যিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একটি কামরাঙা গাছের তলায় তাঁর ধ্যানস্থানের পাশেই আজও সেই পঞ্চমুণ্ডির আসন চিহ্নিত হয়ে আছে।

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেই ঋষি প্রথম জগদ্ধাত্রী দেবীর তেজস্বী রূপের দর্শন লাভ করেন। তিনি দেবীর রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দেন— সূর্যের ব্রহ্মমুহূর্তের মতো আলোকোজ্জ্বল, তেজময়ী মূর্তি। এরপর তিনিই প্রথম ঘটে পুজো করে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে সেই মুনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে মায়ের রূপ ও দর্শনের কাহিনি শোনান। কথিত আছে, সেই বর্ণনা শুনেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে গড়ে ওঠে জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রতিমা। অন্যান্য দেবীমূর্তির থেকে রাজবাড়ির দেবী জগদ্ধাত্রী মূর্তি কিছুটা আলাদা। এখানে মা তাঁর একটি পা ভাঁজ করে ঘোড়ার মুখের দিকে সিংহের উপর বসে থাকেন এবং সিংহের মুখ থাকে সামনের দিকে। অতীতের মতো আজও কৃষ্ণনগরের সব সর্বজনীন প্রতিমা রাজবাড়ির সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা করে বিসর্জনে যায়। আগে রাজপ্রাসাদ থেকে রানিরা সেই সব প্রতিমা দেখে প্রথম, দ্বিতীয় নির্ধারণ করতেন। মিলত পুরস্কারও। (এরপর ১৮ পাতায়)

চাষাপাড়ার বুড়িমা

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 October, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

জগৎকে ধারণ করেন যিনি

(১৭ পাতার পর)

চাষাপাড়ার বুড়িমা

বুড়িমা, যাকে দেখলে চোখ ফেরানো দায়। বুড়িমা অভিজাত্য, বুড়িমা ঐতিহ্য, বুড়িমা ম্যাজিক। তার ভুবনমোহিনী রূপে মুগ্ধ আপামর ভক্তকুল। অপূর্ব তাঁর মহিমা। এবছর ২৫২ বছরে পদার্পণ করলেন কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ার জগদ্ধাত্রী ‘বুড়িমা’। কৃষ্ণনগরে রাজবাড়ির পুজো ছাড়া অন্যতম প্রসিদ্ধ জগদ্ধাত্রী। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বুড়িমার প্রসাদ মুখে দিলে মনস্কামনা পূরণ হয়।

কথিত আছে, একসময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভেবেছিলেন কীভাবে তাঁর এই প্রতিমার খরচ ও আনুষঙ্গিক দায় দায়িত্ব বহন করবেন। এরপরই দেবী তাঁকে পুনরায় স্বপ্নাদেশ দেন, চাষাপাড়ায় যাঁরা লাঠিয়াল আছেন তাঁরাই এই প্রতিমার দায়দায়িত্ব সামলাবেন। তাই এটা ‘লেঠেলদের পুজো’ হিসেবে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণালঙ্কার নাকি রয়েছে চাষাপাড়ার বুড়িমার। আনুমানিক ১৭৭২ সাল থেকে কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়ায় এই প্রসিদ্ধ জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। সে সময় পুজোর খরচ জোগাড় হতো দিনুরি প্রথার মাধ্যমে। চাষাপাড়া পুজোর মূল কর্তাব্যক্তিরা খালি বালতি হাতে গোয়ালাদের কাছে হাজির হতেন। তখন গোয়ালারা নিজের সাধ্যমতো কিছু দুধ ওই বালতিতে ঢেলে দিতেন। সেই বালতি ভরে গেলে তখন সে দুধ বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যেত, সেই পয়সা তুলে রাখা হত বুড়িমার পুজোর খরচের জন্য। সারাবছর ধরে এইভাবে দুধ সংগ্রহ করে সেই দুধ বিক্রির পয়সায় কার্তিক মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো করতেন তাঁরা।এই প্রথাকেই দিনুরি প্রথা বলে। এই দুধ সংগ্রহের পাশাপাশি পুজোর সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপড় চাল, ডাল সংগ্রহ করেও জগদ্ধাত্রী পুজো করা হত। সেই পুজো আজও চলে আসছে। কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে মূল পুজো হয় নবমীর দিনেই। এই পুজো দেখতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় করেন কৃষ্ণনগরে। প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে ভোগ প্রসাদ দেওয়া হয়। এই পুজোর জন্য কোনও চাঁদা তুলতে হয় না, মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদা জমা দিয়ে যান। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা জমা পড়ে ‘বুড়িমা’র পুজোর জন্য। পঞ্চাশ, ষাট কেজির ওপর সোনার অলঙ্কার রয়েছে বুড়িমার। সেই সব গয়না দিয়ে সাজানো হয় বুড়িমাকে। বুড়িমা’র কপাল জুড়ে থাকে বিভিন্ন আকারের সোনার টিপ। গলায় সোনার চিক, মোটা মালা, নেকলেস, সীতাহার। হাত ভর্তি সোনার বালা থেকে শুরু করে মানতাসা। সঙ্গে জড়োয়ার সেট। বুড়িমা পায়ের নূপুরও পরেন সোনার। দেবীর বাহন সিংহকেও পরানো হয় স্বর্ণালঙ্কার-সহ সোনার মুকুট। বলা হয় বুড়িমা এত জাগ্রত যে বহু ভক্ত সোনার গহনা মানত করেন এবং পুরণ হলে তা দিয়ে যান মাকে। মায়ের বিদায় বেলাতেও আছে বিশেষ রীতি। সুবিশাল প্রতিমা কিন্তু ভক্তদের কাধে চেপেই বিসর্জনের পথে যাত্রা করেন। কৃষ্ণনগরের প্রথা অনুযায়ী সব ঠাকুর বিসর্জন হওয়ার পরে, সবশেষে বিসর্জন হয় ‘বুড়িমার’। প্রথমে কাঁধে করে মূর্তি নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হয় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি। তারপর প্রথা মেনেই জলঙ্গির ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয় দেবীকে।

মালোপাড়া জগদ্ধাত্রী (জলেশ্বরী মাতা)

তাঁতিপাড়ার বড়মা

কথিত আছে, এই পুজোর সূচনা হয়েছিল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর ঠিক পরের বছর। ২৫০ অতিক্রান্ত এই পুজোর। বড়মা যেন একাধারে বুড়িমা-ই, একই অঙ্গে তাঁরা অন্যরূপ দুই বোন। বড়মা’র গায়ের রং শিউলি ফুলের বৃন্তের রঙের মতো। তাই এই জগদ্ধাত্রীকে অনেকে ‘লাল ঠাকুর’ বলেও ডেকে থাকেন। বড়মা’র মূর্তিতে যে কত অলঙ্কার তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এখানেও ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে মানত করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে গয়না দিয়ে যান। এটি কৃষ্ণনগরের অন্যতম একটি বড় পুজো হিসাবে গণ্য করা হয়।

কাঁঠালপোঁতার ছোটমা

কৃষ্ণনগরের কাঁঠালপোঁতা বারোয়ারির পুজোয় অন্যতম হলেন বুড়িমা এবং বড়মা’র সবচেয়ে ছোট আরও এক জগদ্ধাত্রী। কাঁঠালপোঁতাতেও বুড়িমার আঙ্গিকেই গড়ে ওঠে এই প্রতিমা। ইনি বুড়িমার ছোট বোন হিসেবেই পরিচিত। তাই এনাকে সবাই বলেন ‘ছোটমা’।

প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছোটমার মহাসমারোহে নবমীতে পুজো হয় কৃষ্ণনগরে।

মালোপাড়া জগদ্ধাত্রী (জলেশ্বরী মাতা)

এটা হল কৃষ্ণনগরের প্রাচীনতম পুজো। কথিত রয়েছে, কৃষ্ণনগরের মা রাজরাজেশ্বরীর বিসর্জনের দিন জোড়া নৌকার মাঝখানে রাজরাজেশ্বরীকে রেখে এক অদ্ভুত কায়দায় মালোরা দেবীকে ভাসান দিতে নিয়ে যেতেন। এভাবে দীর্ঘদিন চলার পর এলাকার মালো অর্থাৎ জেলে বা মৎস্যজীবীদেরও ইচ্ছে হল ইচ্ছা হল তারা জগদ্ধাত্রী পুজো করবে। তখন তারা রাজার কাছে আবেদন জানায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাদের আবেদন মঞ্জুর করে পুজোর অনুমতি দেন এবং পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় সব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন। রাজবাড়ি থেকে প্রতিমার কাঠামো তৈরির কাঠ এবং পুজোর খরচের জন্য ১১ টাকা বরাদ্দ করেন। ভিন্নমতে আবার শোনা যায়, রাজা সতীশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় রানি ভুবনেশ্বরী দেবী নাকি ১১ টাকা দিয়ে এই মালোপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ সূচনা করেন। যদিও আজও সেই ধারা অব্যাহত। রানিমার পাঠানো অনুদানটি না এলে পুজো শুরু হয় না এখানে। প্রায় আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা এই নিয়ম পালন করে আসছে। এই পূজার অন্যতম বিশেষত্ব হল, পুজোর জন্য পাড়ার ছেলেরা শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে জল ভরতে যায়। জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমীর দিন এখানে ‘ধুনো পোড়া’ হয় এবং যার মানত পুরণ হয়, তিনি ভিজে কাপড় পরে মায়ের সামনে সরা নিয়ে বসেন। সরার আগুনে দেওয়া হয় ধুনো। ধুনোর আগুন যত উঁচুতে ওঠে, ততই ভাল বলে মনে করেন সবাই। বাজতে থাকে ঢাকের বাদ্যি। আসলে এর পিছনে রয়েছে অন্য ব্যাখ্যাও। এক সময় মালোপাড়ার পুজো দেখতে রাজা নিজে আসতেন। কিন্তু মাছের তীব্র আঁশটে গন্ধে রাজার যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্যই এখানে পুজোয় ধুনো পোড়ানোর চল শুরু হয়। প্রতি বছর এই ধুনো পোড়া স্বচক্ষে দেখতে আসেন হাজার হাজার মানুষ। এই পুজোতে দেবী জগদ্ধাত্রীকে জলেশ্বরী রূপে পুজো করা হয়। তাই মালোপাড়ার প্রতিমার অপর নাম জলেশ্বরী।

কৃষ্ণনগরের নুড়িপাড়ার ‘চারদিনি মা’

কৃষ্ণনগরে সব জগদ্ধাত্রী পুজোই শুধু নবমীর দিনে ধুমধাম করে হলেও নুড়িপাড়ার এই পুজোটা কিন্তু হয় সাবেকি ছন্দে চারদিন ধরেই ঠিক চন্দননগরের মতো। নুড়িপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোটি তাই এ শহরের ব্যতিক্রমী একটি পুজো। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পর্যন্ত সমস্ত রীতি মেনে এই পুজো চলে। নবমীর পুজোর দিনে বারোয়ারিতে প্রতিমা দর্শনে আসা দর্শনার্থীদের দুপুরে অঢেল খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। শোনা যায়, আগে যেহেতু এই এলাকায় কোনও দুর্গাপুজো ছিল না সেহেতু চারদিন ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেছিলেন উদ্যোক্তারা। এ-বছর ১৩৩ বছরে পদার্পণ করল এই পুজো।

চন্দননগরের ‘আদি মা’ জগদ্ধাত্রী

নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই শুরু চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হাত ধরে।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ এবং ফরাসি সরকারের দেওয়ান। শোনা যায়, কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ির পুজোয় অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ির সেই পুজো দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী

ইন্দ্রনারায়ণ ছিলেন চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জের চাউলপট্টির বাসিন্দা। সেখানেই চাউলপট্টির নিচুপাটিতে ইন্দ্রনারায়ণ প্রথম শুরু করেন জগদ্ধাত্রী পুজো। তবে এই কাহিনি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

অন্য মতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন দাতারাম শূর। দাতারামের বসবাস ছিল ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি অঞ্চলে। জনশ্রুতি, এখানেই আনুমানিক ১৭৬২ সাল নাগাদ দাতারামের বিধবা মেয়ে তাঁর বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেছিলেন। অনেকের মতে, এ-পুজোতেও অনুদান দিতেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। পরবর্তীকালে এই পুজোই স্থানান্তরিত হয় বর্তমানের শিবতলা অঞ্চলে। মাঝে আর্থিক কারণে পুজোটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে গৌরহাটি অঞ্চলের বাসিন্দারা পুজোটির দায়িত্ব নেন এবং সেই পুজোটি আজ এলাকায় পরিচিত তেঁতুলতলার পুজো নামে। এই জগদ্ধাত্রী মা চন্দননগরের ‘আদি মা’ নামে জনপ্রিয়। যুগ যুগ ধরে এখানে পুরুষরাই শাড়ি পরে মাকে বরণ করে নেন। কথিত আছে, ফরাসি শাসনকালে তাদের ভয়ে মহিলারা বাড়ি থেকে বেরতে পারতেন না, তখন পুরুষরাই মহিলা সেজে কনকাঞ্জলিতে মাকে বরণ করতেন। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। রীতি মেনে ছাগবলিরও চল আছে এখানে। প্রতিবছর প্রায় ২০০ থেকে ২৫০টি বেনারসী মাকে উৎসর্গ করা হয়। সেই শাড়ি পরে গরিব মানুষদের বিতরণ করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

25 October, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
২৫ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

হ্যালোইন বনাম বাংলার ভূতেরা

সবার জন্য যখন উৎসব আছে ভূতেরাই বা বাদ যাবে কেন। বিদেশ কি দেশ, ভূতেদের কদর তো কিছু কম না। সামনেই হ্যালোইন উৎসব। তেনারা বিদেশি বলেই কেতাদুরস্ত এমনটা ভাববেন না। আমাদেরও আছে একবাক্স ভূত-পেতনি। ওদেশের লা লোরেনা, সালেম, রেভেন এবং লুসিফা ভূতনিদের থেকে এদেশের শাকচুন্নি, পেতনি, ডাকিনীরা কিছু কম যায় না। লিখলেন

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চারক

হ্যালোইন হোক বা আমাদের কালীপুজোর আগে ভূত চতুর্দশী—দুটো উৎসবেই কিন্তু ভূতেদেরই অবদান। আহা ভূত, বাহা ভূত বা কিম্ভূত, সাহেব ভূত সে যাই হোক না কেন। আমেরিকা হোক বা আরামবাগ, তেঁনাদেরকে নিয়ে গা ছমছম—কী হয় কী হয় ব্যাপার একটা রয়েছেই যুগ যুগ ধরে। যদিও পৃথিবী জুড়ে হ্যালোইন পালিত হয় একেবারেই অন্য সময়। সামনেই সেই হ্যালোইন।

হ্যালোইন উৎসব

প্রতিবছর ৩১ অক্টোবর পালিত হয় ঐতিহ্যবাহী হ্যালোইন উৎসব।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বর্তমানে পালিত হয় দিনটি। তবে পশ্চিমা বিশ্বে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয় হ্যালোইন। তবে অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই আসলে কী এই হ্যালোইন উৎসব। হ্যালো এটি একটি স্কটিশ শব্দ। হ্যালো অর্থাৎ সন্ত বা পবিত্র ব্যক্তি। এবং ইন-এর অর্থ সন্ধ্যা।

মূলত হ্যালোইনের অর্থ পবিত্র সন্ধ্যা।

উৎপত্তি ও ইতিহাস

জানলে অবাক হতে হয় যে, এই ভূতুড়ে উৎসবের ইতিহাস ২০০০ বছরেরও বেশি পুরনো।

অনেকেই ভেবে থাকেন এই দিনটি হয়তো ভূতের মতো সাজ দিয়েই পালন করা হয়। আসলে মৃত আত্মাদের স্মরণে পালন করা হয় এই দিনটি।

হ্যালোইন শব্দের উৎপত্তি ১৭৪৫ সালের দিকে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর উৎপত্তি। হ্যালোইন বা হ্যালো উইন শব্দটি এসেছে স্কটিশ ভাষার অল হ্যালোস ইভ থেকে।

হ্যালোইন শব্দের অর্থ শোধিত সন্ধ্যা বা পবিত্র সন্ধ্যা। কালের নিয়মে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হ্যালোজ ইভ শব্দটি একসময় হ্যালোইনে রূপান্তরিত হয়। হ্যালোইন উৎসবের মূল বিষয় হল হাস্যরস ও উপহাসের মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষমতার মুখোমুখি হওয়া।

হ্যালোইনের উৎপত্তি প্রাচীন সেন্ট্রিক উৎসব স্যামহেইন থেকে। এই উৎসবে নতুন বছর শুরু হতে এবং জীবিত ও মৃতদের জগতের মধ্যেকার পর্দা পাতলা হয়ে যেত বলে বিশ্বাস করা হত। এই সময় লোকেরা আগুন জ্বালাত, ভূত ও আত্মাদের তাড়ানোর জন্য পোশাক পরত। অষ্টম শতাব্দীতে পোপ গ্রেগরি(তিন) ১ নভেম্বরকে সমস্ত সাধুদের স্মরণে অল সেন্টস ডে হিসেবে মনোনীত করেন। প্রায় দু'হাজার বছর আগে বর্তমান আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ড ও উত্তর ফ্রান্সে বসবাস করত কেল্টিক জাতি।

নভেম্বরে প্রথম দিনটি তারা নববর্ষ বা সাহ উইন হিসেবে পালন করত। গ্রীষ্মের শেষ ও অন্ধকার বা শীতের শুরু বলে মনে করত তারা।

অদ্ভুত ব্যাপার হল কেল্টিক জাতির ধারণা ছিল অক্টোবরের শেষ দিনের রাত সবচেয়ে খারাপ। যে রাতে সব প্রেতাত্মা ও অতৃপ্ত আত্মারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আর তাই কেল্টিক জাতির সদস্যরা এই রাতে বিভিন্ন ধরনের ভূতের মুখোশ ও কাপড় পরত।

তারা সারারাত না ঘুমিয়ে আগুন জ্বালিয়ে, মুখোশ পরে গোল হয়ে একসঙ্গে ঘুরত এবং মন্ত্র পাঠ করত। এই রাত নিয়ে এক প্রচলিত মিথ হল, এই রাতে দেবতারা সমস্ত মৃত আত্মাদের পৃথিবীতে ডেকে পাঠান বা আহ্বান জানান। উড়ন্ত ঝাড়ুতে করে হ্যালোইন ডাইনি উড়ে বেড়ায় আকাশ জুড়ে। কখনও বা সে কড়া নাড়ে বিভিন্ন বাড়ির দরজায়।

হ্যালোইন উদযাপনের শুরু

জানা যায় মধ্যযুগ থেকেই হ্যালোইন উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ড ও ফ্রান্সের উত্তর অংশ জুড়ে তখন কেল্টিক সভ্যতার বিস্তার ছিল।

প্রাচীন কেল্টদের পালিত শাহ উইন উৎসব থেকে মূলত হ্যালোইনের সূত্রপাত। ১৮০০ দশকের শেষের দিকে আমেরিকায় হ্যালোইন ছুটির দিনে পরিণত হয়। শতাব্দীর শুরুতেই শিশু প্রাপ্তবয়স্ক—সবাই ঘটা করে হ্যালোইন উদযাপন শুরু করে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান খেলাধুলো, নানা খাবার ও উৎসবমুখর পোশাক পরে এই উৎসবে মেতে ওঠে। আজকের দিনে আমেরিকা ও ইউরোপেও এই উৎসব নিয়ে উৎসাহের শেষ নেই।

হ্যালোইন পোশাক পরে পার্টিতে অংশ নেওয়া, খেলা, কুমড়ো খোদাই করা মুখোশ পরা, ভয় দেখানো, ভূতুড়ে গল্প বলা, ভৌতিক সিনেমা দেখা ও ভূতুড়ে সাজসজ্জা নিয়ে মহাসমারোহে পালিত হয় এই উৎসব।

হ্যালোইন বনাম ভূত চতুর্দশী

এই হ্যালোইন উৎসবের সঙ্গে আমাদের ভূত চতুর্দশীর কোথায় যেন মিল পাওয়া যাচ্ছে না? পশ্চিমে মিষ্টি কুমড়োর লণ্ঠন আর পূর্বের চোদ্দো প্রদীপ। লা লোরেনা, সালেম, রেভেন এবং লুসিফা আর ভূত সুন্দরীর পাশাপাশি পেতনি, ডাকিনী, শাকচুন্নিরা কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভূত চতুর্দশীতেও চোদ্দো শাক খাওয়ার রীতি। ওল, কেঁউ, বেতো, সর্ষে, কালকাসুন্দে, নিম, জয়ন্তী, শাঞ্চে হিলঞ্চ, পলতা সৌলফ, গুলঞ্চ, ভাঁটপাতা ও সুষণী—চোদ্দোরকম শাক এক সঙ্গে রান্না করে খেয়ে ভূত-প্রেতদের থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার চেষ্টা করা হয়। (এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 October, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

হ্যালোইন বনাম বাংলার ভূতেরা

(১৯ পাতার পর)

হ্যালোইনের দিনেও তৈরি করতে হয় খাবার। কুমড়োর তৈরি খাবার এদিন মাস্ট। এছাড়া 'টফি আপেল' ও 'ক্যান্ডি কর্ন' চাই-ই হ্যালোইন পার্টিতে। শিশুরা বিভিন্ন পোশাকে সেজে বাড়ি বাড়ি যায় এবং মিষ্টি বা ক্যান্ডি চায়। একে বলে ট্রিক অর ট্রিট। ছোটরা চিৎকার করে—''আমাদের মিষ্টি দাও, না হলে আমরা দুষ্টুমি করব''। যারা মিষ্টি দিতে ইচ্ছুক না, তারা তাদের বারান্দার আলো নিভিয়েও রাখতে পারে। কুমড়ো খোদাই করে জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন তৈরি করা হয়। ভূত চতুর্দশী তিথিতে ভূতেদের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য দানোরও আগমন ঘটে এমনটাই কিন্তু বলা হয়। কারও মতে, পূর্বপুরুষের আত্মাও এই পৃথিবীতে আসে। এই অশুভ অন্ধকার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যেই জ্বালানো হয় চোদ্দো প্রদীপ।

হ্যালোইন আর কুমড়ো

কুমড়োই কেন হ্যালোইন উদযাপনের। তাহলে বিদেশি ভূতদের কি কুমড়ো পছন্দ? কথিত রয়েছে, হ্যালোইন ও মিষ্টি কুমড়োর সঙ্গে আইরিশদের একটি সম্পর্ক আছে। স্টিঞ্জি জ্যাক নামে এক মাতাল ছিল, যে কিনা একবার শয়তানকে অর্থাৎ দুষ্ট আত্মাকে মদ্যপানের জন্য আমন্ত্রণ করে। তবে শয়তানকে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানানো তো চাট্টিখানি কথা নয়! জ্যাক ফন্দি আঁটে, কীভাবে তাকে ধোঁকা দেওয়া যায়। কিন্তু যথারীতি শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নরক কোথাও জায়গা পায় না জ্যাক। জ্যাকের আত্মাকে একটি শালগমের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেরত পাঠানো হয় পৃথিবীতে। সেই শালগম আকারে জ্যাক নাকি যেকোনও অশুভকে প্রতিহত করে আসছে হাজার বছর ধরে, এমনটাই প্রচলিত রয়েছে। কালের বিবর্তনে শালগমের পরিবর্তে কুমড়াকে ব্যবহার করে বিভিন্ন নকশা করা হয়।

বিদেশ হোক বা দেশ, দুই তরফের

ভূতেদেরই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই! কেউ কম যায় না কারও থেকে। আর বিদেশের সফিস্টিকেটেড ভূত আর ভূতনির চেয়ে বাংলার শেওড়া, তাল, বেল, বট, অশ্বত্থ, পেয়ারা গাছে তেপান্তর কিংবা ভূষণ্ডির মাঠে ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে থাকা কুলোর মতো কান আর মুলোর মতো দেঁতো ভূত, পেতনিরা একেবারে জবরদস্ত।

বিশেষ করে মহিলা ভূতেদের পাল্লা তো ভীষণ ভারী। ডাকিনী, শাকচুন্নি, বেতালী, মেছো ভূতনি, পেতনি, শাকচুন্নি নিশি, চোরা চুন্নি, আলেয়া, পেঁচাপেঁচি, কানাভুলো ইত্যাদি।

ডাকিনী

ওরেব্বাস এরা তো জব্বর খপ্পরে ফেলে। পুকুর বা দিঘির ধারে কোনও তাল বা নারকেল গাছে পা দোলায়। হাঁস খেতে বেজায় ভালবাসে এবং রাত দুপুরে সাজগোজ করে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষদের আকৃষ্ট করে তাদের বিপদে ফেলাই এই ডাকিনীদের কাজ।

পেতনি

অবিবাহিত মেয়ে, যাদের কোনও আশা বা ইচ্ছে পূরণের আগেই অতৃপ্ত অবস্থায় মারা গেছে তারাই তো শেওড়া গাছের পেতনি। এরা বড় সাংঘাতিক অতৃপ্ত যে! লম্বা লম্বা ঠ্যাং, প্রচণ্ড বদমেজাজি। এদের উদ্দেশ্য সব সময় খারাপ। ঘাড়ে চাপলে রক্ষে নেই।

শাকচুন্নি

পেতনি আর শাকচুন্নির জোর লড়াই। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। সংস্কৃত শব্দ শঙ্খ চূর্ণী থেকে এসেছে শাকচুন্নি শব্দ। এরা বেচারা অল্পবয়েসী বিবাহিত মহিলা ভূতের অতৃপ্ত আত্মা। হাতে থাকে শাঁখা, লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরে খোলা চুলে পুকুরঘাটে বসে থাকে, যদি কোনও বিবাহিত নারী একা একা চুল খুলে পুকুরে কাজ করতে আসে তবে তার ভেতরে ঢুকে তার মতো সুখে জীবন কাটাতে চায় আবার অন্যদিকে যদি কোনও তরুণ পুকুরে মাছ ধরতে আসে তবে তার কাছে মাছ চায়। প্ররোচনায় ভুলে মাছ দিলেই হল। তরুণের আত্মা কব্জা করে নেয় শাকচুন্নি। এদের বড় আশা থাকে ধনী লোকের ঘাড় মটকে বউ হয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার।

বিবাহিত মহিলারা সাবধান! এরা কিন্তু বিবাহিত মহিলাদের ওপর ভর করে। কারণ বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে এরা খুব ভালবাসে।

পেঁচাপেঁচি ভূত

পুরুষ ভূত পেঁচা আর মহিলা ভূত হল পেঁচি। এদের বাস জঙ্গলে। এরা সবসময় জোড়ায় থাকে আবার শিকারও করে। জঙ্গলে একা পেলেই সর্বনাশ! তাই রাতে কিন্তু একা জঙ্গলে গেলে পেঁচাপেঁচির হাত থেকে নিস্তার নেই আমাদের।

নিশি ভূত

ভূতদের মধ্যে এরা নারী-পুরুষ দু'ধরনেরই হয় তবে এরা একেবারে ম্যাজিশিয়ান। একবার ডাকলে ব্যস খুব সাংঘাতিক! রাতের বেলায় আবার আপনার প্রিয় মানুষের গলার স্বর নকল করে ডাকবে, সেই ডাক শুনে যদি একবার আপনি বাইরে বেরিয়ে আসেন বা সাড়া দিয়েছেন ব্যস তাহলেই ভয়ঙ্কর মুশকিল।

তবে নিশির ডাক নাকি তিনবারের বেশি ডাকতে পারে না তাই গভীর রাতে কেউ ডাকলে সাড়া দেওয়ার আগে বিষয়টা বুঝে নেবেন কিন্তু।

জোকা ভূতনি

পুকুর-ডোবা, নদী-নালা বা যে কোনও জলাশয়ে এদের বাস। গায়ের রং কালো আবার বেঁটে এই জোকা ভূতনি কিন্তু খুব ভাল স্বভাবের হয়। এরা নাকি অন্য ব্যক্তিদের ধন-সম্পত্তি দান করে থাকে। ভাবুন গভীর রাতে কোথাও যাচ্ছেন ট্রেনে চড়ে অথবা গাড়িতে কোনওভাবে জোকা ভূতনি এসে প্রচুর ধনসম্পত্তি আপনাকে দিয়ে গেল। তাহলে? এমনিতে আমরা সবাই ভূতের ভয় পাই।

কিন্তু জোকা ভূত আর ভূতনির কথা মাথায় রাখলে কিন্তু এখন আর ভয় লাগবে না। ধন-সম্পত্তি কার না চাই?

বেঘো ভূতনি

বলা হয় সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের কামড়ে মরে গেছে বা বাঘের পেটে গেছে এমন মানুষেরা নাকি এই ভূত এবং ভূতনি হয়ে আসে। এদের কার্যকলাপও কিন্তু খুব রহস্যঘেরা।

জঙ্গলে মধু আনতে যাওয়া মহিলা বা পুরুষ শ্রমিকদের এরা ভয় দেখিয়ে বাঘের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় বাঘের স্বরে ডেকেও ওঠে।

কী সাংঘাতিক তাই না?

কানা ভুলো ভূত

এরাও দুই প্রকার হয়। এই ভূতেরা রাস্তায় দলছুট বা একাকী মানুষকে পথ ভুলিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে শিকার ধরে। মাঠের ধারে বা পথের মধ্যে এই ভূতেদের দেখা যায়।

দেওরা ভূত

পুকুরে সাঁতার কাটতে বা স্নান করতে যদি ভালবাসেন তাহলে এখন থেকে কিন্তু সাবধান থাকবেন। এই দেওরা ভূতেরা পুকুর, ডোবা বা যে কোনও নদীর আশপাশে ঘুরঘুর করে। ফাঁক পেলেই এরা জলে ডুবিয়ে মানুষকে মেরে ফেলে। একা স্নান করতে আসা কাউকে দেখলে পা ধরে টেনে নিয়ে যায় জলের তলায়। আর তাতেই শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায় মানুষ। ভয়ঙ্কর এই ভূত আর ভূতনিদের থেকে খুব সাবধান।

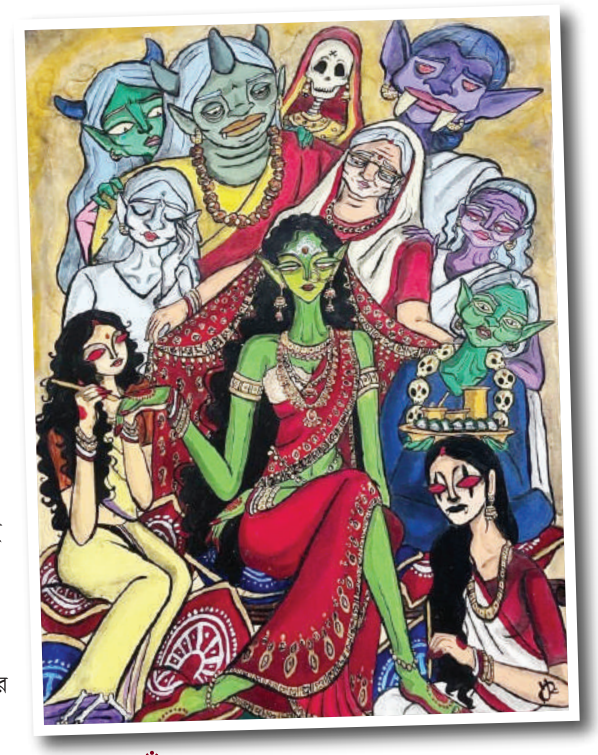

কাঁদরা মা

গ্রামের পাশে, জঙ্গলে বসে করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। কান্নার সুর শুনে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে তাকে ভুলিয়ে গল্প বানিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে দেখা দেয় আসল রূপে। ছোট বাচ্চারা এর কান্নায় বেশি আকৃষ্ট হয়।

চোরাচুন্নি

চোর বা তার বউ যদি অপঘাতে মরলে তারা চোরাচুন্নি ভূত হয়। মৃত্যুর পরও তারা অন্যের বাড়ির জিনিসের লোভ ছাড়তে পারে না। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাই জিনিসপত্র ভাঙচুর করে বেড়ায়। প্রবল বৃষ্টি। আপনি ঘরে বসে আছেন। এমন সময় কারেন্ট চলে গেল। হঠাৎ দেখলেন হুড়মুড় করে আপনার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের রাখা কিছু জিনিসপত্র পড়ে গেল। আপনি ধরেই নেবেন নির্ঘাত চোরাচুন্নির আগমন ঘটেছে আপনার ঘরে।